উদ্ভাবনী উদ্যোগের সংকলণ

(২০১৮-১৯)

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

www.msw.gov.bd

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিষয়	পেজ নম্বর
১	ফেরা-ই প্লাটফরম অব মিসিং পিপল	৩-৮
২	মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ভাতা বিতরণ (ই পেমেন্ট)	৯-১২
৩	সেবাগ্রহীতার পরিতৃপ্তির জন্য কার্যকর পরিষেবা নিশ্চিতকরণে ‘ওয়েলকাম ড্রিংকস’	১৩-২০
৪	শিশুদের পড়াশোনার মান উন্নয়নে ‘কোচিং সাইকেল’	২১-২৫
৫	অ্যাপ: MyDSS	২৬-২৯
৬	“রোগীকল্যাণে মোবাইল এ্যাপস”	৩০-৩৩
৭	সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), তেজগাঁও, ঢাকা	৩৪-৪১
৮	প্রশিক্ষণে ভর্তি কাযক্রম সহজীকরন ও কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান	৪২-৫৩
৯	শহর সমাজসেবা কার্যালয়,ফরিদপুর	৫৪-৫৭

মন্ত্রণালয়ের নাম: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

১. উদ্ভাবনের শিরোনাম: ফেরা-ই প্লাটফরম অব মিসিং পিপল

২. পটভূমি: (কীভাবে যাত্রা শুরু/ পটভূমি (নিচের বিষয়গুলোকে যথাসম্ভব অন্তর্ভুক্ত করে গল্প/ বর্ণনামূলক লেখা--৩০০ শব্দের মধ্যে)

'ফেরা' নামক অভিনব এই আইডিয়াটির পেছনে রয়েছে একটি ছোট্ট ঘটনা। সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলা সমাজসেবা অফিসারের দায়িত্ব পালনকালে একদিন দাফতরিক কাজ শেষে বাসায় ফেরার সময় থানার ওসি সাহেব ফোন করে থানায় যেতে বলেন। পেশাগত কারণে একজন উপজেলা সমাজসেবা অফিসারকে প্রবেশন অফিসারের ও দায়িত্ব পালন করতে হয়। আমি তখন সিলেট সেফহোম এর উপতত্তাবধায়ক পদের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছি। থানায় উপস্থিত হয়ে আনুমানিক ১৬/১৭ বছরের একটি মেয়েকে দেখতে পায়। শিশু আইন ২০১৩ অনুযায়ী ১৮ বছরের নীচে যে কোনো শিশু থানায় এলে প্রবেশন অফিসারকে বিষয়টি অবহিত করতে হয়। ওসি সাহেব জানান, ০৫ দিন আগে মেয়েটিকে স্থানীয় একজন বাসিন্দার বাড়ির টিউবওয়েলের পানি খেতে এসে মেয়েটিকে বসে থাকতে দেখে। স্থানীয় ঐ বাসিন্দা মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করে কোনো উত্তর পাননি। তিনি বুঝতে পারেন মানসিক প্রতিবন্ধী মেয়েটি আশে পাশের গ্রাম থেকে হয়তো হারিয়ে গেছে। কেউ মেয়েটির সন্ধানে আসতে পারে ভেবে মেয়েটিকে তাঁর তত্তাবধানে রাখেন। ০৫ দিন পড়ে তিনি স্থানীয় চেয়াম্যানের সহায়তায় থানার স্বরণাপন্ন হন।

মেয়েটিকে নানা ভাবে জিজ্ঞাসা করে শুধু নিজের নাম এবং ইব্রাহিমপুর শব্দ দুটি ছাড়া আর কিছুই জানা যায় নি। পেশাগত দায়িত্ববোধ থেকে মেয়েটির পরিবারকে খুঁজে বের করতে থানার ওসির সহযোগিতায় 'ইব্রাহিমপুর' শব্দটিকে নিয়েই মিশন শুরু এবং একজন মহিলা কনস্টেবল সাথে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। পরপর ০৩-০৪ দিন যাতায়াত কালে একদিন থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) দেখা হলে তিনি আমার টেনশনের বিষয়ে জানতে চাইলে তাকে মেয়েটি বিষয়ে এবং সে শুধ ইব্রাহিমপুর বলতে পারে বলি। তখন থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) বলেন সুনামগঞ্জ জেলা সদরে ইব্রাহিমপুর গ্রাম আছে তিনি সেখানে চাকরি করেছেন।সাথে সাথে ইব্রাহিমপুরের স্থানীয় চেয়ারম্যানকে হারিয়ে যাওয়া মেয়েটির বিস্তারিত বিবরণ দিলে তিনি খোঁজ নিয়ে মেয়েটির মায়ের সাথে কথা বলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেন। মেয়েটির মা অনেক কষ্ট করে বাসে, পায়ে হেঁটে বিয়ানীবাজার থানায় এসে উপস্থিত হন। মেয়েটিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় মায়ের কোলে, আপন ঠিকানায়। মেয়েটির মাকে একটি কম্বল, নগদ ১০০০ টাকা এবং থানার ওসি ১৫০০ টাকা প্রদান করেন। ওসির সহযোগিতায় একজন কন্সটেবলকে দিয়ে মাসহ মেয়েটিকে ইব্রাহিমপুর বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়।

শিশুর সর্বোত্তম আশ্রয়স্থল পরিবার হারিয়ে যাওয়া শিশুকে ফিরিয়ে দেওয়া এবং এ ধরনের শিশুর পরিপালনে সরকারের ব্যয় হ্রাসকরণই ছিল 'ফেরা' নামক উদ্ভাবনী উদ্যোগটির মূল উদ্দেশ্য।

হারিয়ে যাওয়া মানুষের মধ্যে একজনকেও যদি আপন ঠিকানায় ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর জীবনের পরিবর্তন ঘটানো যায়-তবে সেটাই হবে 'ফেরা'র জয়, সমাজসেবার সোশ্যাল মিডিয়ার জয়, সমাজসেবা অধিদফতরের অর্জন।

(খ) বিদ্যমান সমস্যা / চ্যালেঞ্জ সমূহ

১. হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তির অনুসন্ধানের জন্য সমন্বিত প্লাটফরমের অভাব

২. অনুসন্ধান করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নেই

৩. বিচ্ছিন্নভাবে এবং সনাতন পদ্ধতিতে অনুসন্ধান

৪. পেশাদারিত্বের অভাব

(গ) অনুপ্রেরণার উৎস:

সমানুভুতি ও পেশাগত দায়িত্ববোধের তাড়না, পাবলিক সার্ভিস ইনোভেশন ইন বাংলাদেশ গ্রুপ, সমাজসেবা অধিদফতরের ফেসবুক গ্রুপে উর্দ্ধতন কর্তপক্ষসহ সকলের কাছে আইডিয়াটির ইতিবাচক আলোচনা এবং সর্বপরি উদ্ভাবন বান্ধব মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির বাস্তবায়ন দিকনির্দেশনাসহ প্রশাসনিক আদেশ জারিই 'ফেরা' র অনুপ্রেরণার উৎস।

(ঘ) কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল

- ২৮ জুন ২০১৬ আইডিয়াটিকে একটি 'ইনোভেশন আইডিয়া' হিসেবে বাস্তবায়নের জন্য ইনোভেটরকে সদস্যসচিব করে ০৩ সদম্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন ও কর্মকৌশল নির্ধারণের দিকনির্দেশনাসহ প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়।
- কর্মপ্রক্রিয়া বাস্তবায়নের প্রথম ধাপে তৈরি করা হয় একটি ফেসবুক পেজ যার নাম 'ফেরা Fera: e-Platform of Missing People' ।
- পরের ধাপে, ফেরা নামে পোর্টাল তৈরির কাজ শুরু হয় (লিংক http://103.48.16.17/fera/)।

(ঙ) বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ কীভাবে মোকাবেলা করা হয়েছিল

সমাজসেবা অধিদফতরের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও উদ্ভাবন বান্ধব মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির মহোদয়রে অনুপ্ররেণা, অধিদফতরের ইনোভেশন টিম, সমাজসেবা অধিদফতরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতা ও ইনোভেশন ফান্ডের সহায়তায় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা **করা হয়েছিল।**

(চ) টেকসইকরণে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিবরণ

- ফেরা নামের ফেসবুক পেজটি সক্রিয়করণ
- 'ফেরা' নামের একটি অনলাইন পোর্টাল চালু
- সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, অনুষ্ঠানে ফেরা সম্পর্কে অবহিতকরণ
- মোবাইল অ্যাপ তৈরি

৩. পরিবর্তনের শুরুর কথা অথবা এই উদ্যোগ কী কী কল্যাণ বয়ে এনেছে (নিচের বিষয়গুলোকে অনুসরণ করে গল্প/ বর্ণনামূলক লেখা—২০০ শব্দের মধ্যে)

সিলেট সেফহোমে রকিব শুধু বলতে পারে কার বাড়ি নরসিংদীর পুইটা। নরসিংদী পৌরসভার প্রশাসনিক কর্মকর্তার কথা বলে জানতে পারি পুইটা নামে স্থান আছে। তখন তাকে মটিভেশন করে পুইটা এলাকায় মসজিদে মাইকিং এর ব্যবস্থা করি। প্রায় ১৭ দিন পর তিনি আমাকে ফোন করেন হারানো ছেলে বাবা মার সাথে কথা বলিয়ে দেন কিন্তু রকিবের সাথে কথা বলে তারা জানান যে সে তাদের ছেলে নয়। তখন আমি ঐ বাবা মাকে মটিভেশন করি যে আপনারাতো জানেন ছেলে মেয়ে হারালে কত কষ্ট দয়া আপনারা আবার পুইটা এলকায় মাইকিং করেন।এরপর ০৫-০৬ দিন পর আর ফোন আসে তখন রাকিবের বাবা মার সাথে কথা বলে নিশ্চিত হই রাকিব ই তাদের কারানো মানিক।পরবর্তীতে উপপরিচালক মহোদয়সহ রাকিবকে হস্থান্তর করি।

ইতোমধ্যে ‘ফেরা’ নামের ফেসবুক পেজটির মাধ্যমে ১৫ জন শিশুকে তাদের আপন ঠিকানায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ‘ফেরা’ নামের একটি অনলাইন পোর্টাল চালুর উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নিখোঁজ মানুষের পরিচয়সংক্রান্ত জিডির কপি এন্ট্রি করা হবে সমাজসেবা অফিসারের মাধ্যমে এবং সমগ্র বংলাদেশ থেকে এই অনলাইন পোর্টালটি ব্যবহার করা যাবে, প্রতি জেলা কিংবা উপজেলা থেকে এই পোর্টালটিতে নিখোঁজ ব্যক্তির পরিচয় দেওয়া থাকবে। অপর পাশ থেকে যদি সেই নিখোঁজ ব্যক্তির নাম বা স্থান মিলে যায় তাহলে নিখোঁজ ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে অনায়াসেই। স্যোশাল মডিয়িা ব্যবহাররে মাধ্যমে হারোনো ব্যক্তদিরে তাদরে পরবিারে হস্তান্তর এবং গ্রুপে শয়োররে মাধ্যমে অন্যদরেকে অনুপ্রাণতি করা। সমাজসবো অধদিফতর সকল অনুষ্ঠানে ও ফাউন্ডেশসসহ সকল ট্রেনিং এ ফেরা সর্ম্পকে আলোচনা করা হচ্ছে । শিশুর সর্বোত্তম আশ্রয়স্থান পরিবারে হারিয়ে যাওয়া শিশুকে ফিরিয়ে দেওয়া এবং এ ধরনের শিশুর পরিপালনে সরকারের ব্যয় হ্রাসকরণই ছিল ‘ফেরা’ নামক উদ্ভাবনী উদ্যোগটির মূল ভাবনা।

(খ) কত ব্যক্তির জীবনমানে পরিবর্তন আনলো

এখন পযন্ত ৫০-৬০ জনকে হারানো ব্যক্তিকে এ ফেসবুক পেজ, স্যোশাল মিডিয়া এবং সহকর্মীদের সহয়তায় আপন ঠিকানায় ফেরত প্রদান করা হয়েছে।একইসাথে আমাদের সবার মাঝে কোন হারানো ব্যক্তিকে তার ঠিকানায় ফেরত প্রদানের ইতিবাচক প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে।

(গ) সুদূরপ্রসারী কী কী অবদান রাখবে

সহজে মানুষ তার হারানো ব্যক্তির অবস্থান জানতে পারবেন এবং খুঁজে পাবেন।

(ঘ) পদ্ধতি/ সময়/ ভোগান্তি/ ব্যয়/ সেবার মানে কী কী পরিবর্তন এনেছে

ডিজিটাল ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তার কাঙ্খিত সমাধান পাবেন

৪. উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি (২০০ শব্দের মধ্যে বিবরণ দিন)

১০ বছর পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া শিশু পরিবারের শিশুকে তার ঠিকানায় ফেরত প্রদানের সময় আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয় যা বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে। হারানো ব্যক্তি ফিরে পাওয়ার আনন্দ সীমাহীন শুধু ঐ পরিবার ই অনুভব করে আর আমরা পরিতৃপ্ত হই। ফেসবুক ভিডিও লিংক

https://www.facebook.com/roushanara.khatun.73/videos/735501326825408/

৫। টিভিসি/গ্রাফ/ ইনফোগ্রাফিকস্/ ছবি/ভিডিও

ছবি (উচ্চ রেজুলেশন ও মানসম্মত ন্যূনতম ০৬টি ছবি)।

MD Habib Rahman 2টি নতুন ফটো যোগ করেছেন।
3 জানুয়ারি, 02:43 PM-এ
শিশুটির নাম জা৹সনা, পিতা : হানিফ, মাতা: রেনু বেগম, সে গত 08/05/16 খ্রিঃ তারিখ হতে সেফহোম, বাগবাড়ি, সিলেটে ছিল, গত 02/01/17 খ্রিঃ তারিখ বিজ্ঞ বিচার, শিশু অ৹দালত, জেলা ও দায়রা জজ, সিলেট মহোদয়ের নির্দেশ মোতাবেক মাতা রেনু বেগমের জিম্মায় মুক্তি প্রদান করা হয়। সবাই শিশুটির জন্য দোয়া করবেন।
সংরক্ষিত এলাকা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ফেরা Fera :e-Platform of Missing People আল্লাহর রহমতে শিশুটি তার আপন ঠিকানায় ফিরেছে বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা মহাপরিচালক স্যার,সমাজসেবা অধিদফতর,ফরিদপুর জেলা সমাজসেবা কার্যালয় এবং শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুর্নবাসন কেন্দ্র,ফরিদপুর যারা লাইক শেয়ার মাধ্যমে সহযোগিতা করেছেন।আরো কৃতজ্ঞতা জানাই Shafayet Hossain Sir Sazzad Ranga Sir Ali Ahsan Sir Mohammed Rezaur Rahman Sir Zahirul Islam Sir Nurul Huda Sir
Like · Reply · 1 · Commented on by Bashirul Islam [?] · 5 hrs
View 1 more reply
ফেরা Fera :e-Platform of Missing People ফেরার মুহূর্ত
Like · Reply · Commented on by Bashirul Islam [?] · 5 hrs
Write a reply...
Write a comment...
Press Enter to post.

ফেরা Fera :e-Platform of Missing People shared Harunur Rashid's post.
Published by Bashirul Islam [?] · 20 August at 18:35
https://m.facebook.com/story.php... কৃতজ্ঞতা ডিডি স্যার টাঙ্গাইল Harunur Rashid ও সংশ্লিষ্ট সকলকে
Harunur Rashid ▸ ফেরা Fera :e-Platform of Missing People
11 August at 11:06
গত ১৪ জুলাই ২০১৭ ফেরাতে পোস্ট দিয়েছিলাম ইলিয়াছকে খুঁজে পেতে।
আজ তার মায়ের হাতে বুঝিয়ে দিলাম।
সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ Didarul Alam এসিল্যান্ড, চকোরিয়া, চট্টগ্রাম কে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন Abdul Hamid স্যার, Nur Laila, Khairul Islam Rasel সহ অন্যান্যরা।
238 people reached
Boost post

sylhettoday24.com

Subhanker Bhattacharjee শিশুটির পরিবার পাওয়া গেছে এবং তাকে পরিবারে হস্তান্তর করা হয়েছে।
Like · Reply · Message · 1 · 11 July at 11:39
Fera :e-Platform of Missing People ধন্যবাদ সংশ্লিষ্ট সকলকে....
Like · Reply · 1 · Commented on by Bashirul Islam [?] · 11 July at 12:24

৯.

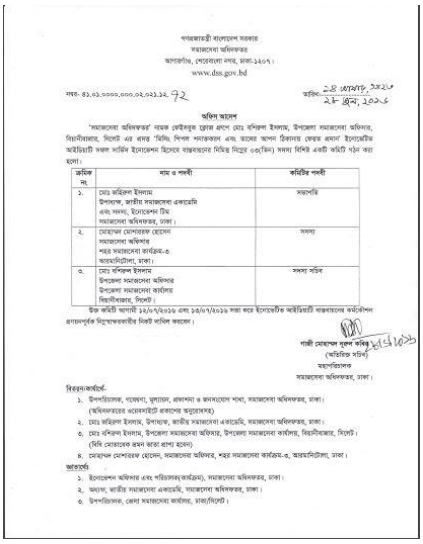

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদফতর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
www.dss.gov.bd

নম্বর- ৪১.০১.০০০০.০০০.০২.০২১.১২. 72

তারিখ: ১৪ আষাঢ়, ১৪২৩
২৮ জুন, ২০১৬

অফিস আদেশ

'সমাজসেবা অধিদফতর' নামক ফেইসবুক গ্রুপে মোঃ বশিরুল ইসলাম, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, বিয়ানীবাজার, সিলেট এর প্রদত্ত 'মিসিং পিপল শনাক্তকরণ এবং তাদের আপন ঠিকানায় ফেরত প্রদান' ইনোভেটিভ আইডিয়াটি সফল সার্ভিস ইনোভেশন হিসেবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত নিম্নের ০৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হলো।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	কমিটির পদবী
১.	মোঃ জহিরুল ইসলাম উপাধ্যক্ষ, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি এবং সদস্য, ইনোভেশন টিম সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।	সভাপতি
২.	মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন সমাজসেবা অফিসার শহর সমাজসেবা কার্যক্রম-৩ আরমানিটোলা, ঢাকা।	সদস্য
৩.	মোঃ বশিরুল ইসলাম উপজেলা সমাজসেবা অফিসার উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় বিয়ানীবাজার, সিলেট।	সদস্য সচিব

উক্ত কমিটি আগামী ১২/০৭/২০১৬ এবং ১৩/০৭/২০১৬ সভা করে ইনোভেটিভ আইডিয়াটি বাস্তবায়নের কর্মকৌশল প্রণয়নপূর্বক নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট দাখিল করবেন।

গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির ২৮/৬/২০১৬
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

বিতরণ-কার্যার্থে-

১. উপপরিচালক, গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ শাখা, সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।
(অধিদফতরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
২. মোঃ জহিরুল ইসলাম, উপাধ্যক্ষ, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি, সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।
৩. মোঃ বশিরুল ইসলাম, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, বিয়ানীবাজার, সিলেট।
(বিধি মোতাবেক ভ্রমন ভাতা প্রাপ্য হবেন)
৪. মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, সমাজসেবা অফিসার, শহর সমাজসেবা কার্যক্রম-৩, আরমানিটোলা, ঢাকা।

জ্ঞাতার্থে

১. ইনোভেশন অফিসার এবং পরিচালক(কার্যক্রম), সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।
২. অধ্যক্ষ, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি, সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।
৩. উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা/সিলেট।

৬। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

সদস্য/সদস্যদের নাম ও ঠিকানা	ছবি
১. মো: জহিরুল ইসলাম সভাপতি ও প্রভাষক,জাতীয় সমাজসেবা একাডেমী ২. মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন সদস্য ও সমাজসেবা অফিসার,সমাজসেবা অধিদফতর ৩. মো: বশিরুল ইসলাম সদস্য সচিব ও সমাজসেবা অফিসার,সমাজসেবা অধিদফতর	

মন্ত্রণালয়ের নাম: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

অধিদফতর : সমাজসেবা অধিদফতর

১। উদ্ভাবনের শিরোনাম: মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ভাতা বিতরণ (ই পেমেন্ট)

২। পটভূমি: কীভাবে যাত্রা শুরু/ পটভূমি (নিচের বিষয়গুলোকে যথাসম্ভব অন্তর্ভুক্ত করে গল্প/ বর্ণনামূলক লেখা--৩০০ শব্দের মধ্যে)

(ক) পটভূমি:

বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়া বইছে। শারীরিক প্রতিবন্ধী রাবিয়া স্ক্রেচে ভর দিয়ে রাস্তায় আকাশের পানে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দোতলায় উঠতেই হবে না হয় ভাতা টাকা মিলবে না কারণ ব্যাংক তো দোতলায় কি ভাবে উঠবে । ভাতার বই দেয়ার সুবাধে রাবিয়ার সাথে পরিচয়। কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম সমস্যার কথা, তিনি বললেন, একপা নেই কি ভাবে উঠবেন সিড়ি দিয়ে তাকে হাত ধরে সিড়ি বেয়ে উপরে নিয়ে গেলাম। তারপর ব্যাংকের ম্যানুয়েল পদ্বতির কারণে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে টাকা তুলে ব্যাংক থেকে বের হলেন রাবিয়া। বাড়ী ফেরাতো আরো অনেক ঝামেলা কোন বাস / গাড়ীতে উঠাতে চায়না। সিএনজি রিজার্ভ করে বাড়ি ফিরতে হয় আর তাতেই ভাতার টাকার অনেকটাই চলে যায়। রাবিয়ারমত প্রতিবন্ধী ভাতাভোগী সেবা সহজীকরণে কি করা যায় এই নিয়ে ভাবতাম তখন নিজেকে বড় অসহায় মনে হতো। এরই মধ্য এটুআই প্রকল্পের ইনোভেশন এর ট্রেনিং এর ডাক পড়লোট্রেনিং এ আমার অফিস প্রদত্ত ৫টি সেবার নাম লিখতে বললেন এই সকল সেবার মাঝ থেকে একটি সেবা বেছে নিতে বললেন যা আরও সহজে জনগনকে দেয়া যায়। আমি বেছে নিলাম প্রতিবন্ধী ভাতা সহজীকরন (ই পেমেন্ট) । এইভাবে শুরু হলো জৈন্তাপুর উপজেলায়মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ভাতা বিতরণ (ই পেমেন্ট)।

(খ) বিদ্যমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জসমূহ

- দীর্ঘ লাইনে দাড়িয়ে ভাতা উত্তোলন করতে হয়
- যাতায়াত সমস্যা
- তথ্যের অভাব
- ব্যাংকের ম্যানুয়েল পদ্বতি
- গাড়ী/বাসে তুলতে অনীহা
- রিজার্ভ গাড়ী নিয়ে আসতে হয় যার ফলে ব্যয় বেশী
- টাকা কখন পাবে সে সংক্রন্ত তথ্যের অভাব
- সাথে একজন নিয়ে আসতে হয়
- ব্যাংকের নির্ধারিত দিন ছাড়া টাকা দিতে চায়না
- প্রযুক্তির ভীতি
- প্রতিবন্ধীরা মোবাইল চালাতে পারবে কিনা এই ধরণের নেতিবাচক ধারনা ইত্যাদি।

(গ) অনুপ্রেরণার উৎস:

সচিব,সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়,গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির, মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর , ইনোভেশন টিম, সমাজসেবা অধিদফতর ,পাবলিক সার্ভিস ইনিভেশন গ্রুপে যারা মতামত প্রদান করেছেন , এটুআই ইনোভেশন টিম ,সমাজসেবা অধিদফতরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়,জৈন্তাপুরের সহকর্মীবৃন্দ।

(ঘ) কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিলো:

- এ সম্পর্কিত অবহিতকরণ সভা (উপকারভোগী/জনপ্রতিনিধি/বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
- বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্টানের সাথে আলোচনা করে কর্মপরিকল্পনা তৈরী (ব্যাংক,মোবাইল অপারেটর, এটুআই এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ)
- উপকারভোগীদের ডাটাবেজ তৈরী
- উপকারভোগীদের জন্য সিম কার্ড সংগ্রহ ও বিতরণ
- সংশ্লিষ্ট হিসাবে ব্যাংক হতে ভাতার টাকা স্থানান্তর
- মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ভাতা বিতরণ (ই পেমেন্ট)

(ঙ) বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ কিভাবে মোকাবেলা করা হয়েছিলো

- সঠিক তথ্যের অভাব
- দক্ষ স্টাফ সংকট
- অর্থ সংস্থান
- প্রযুক্তির ভীতি
- প্রতিবন্ধীরা মোবাইল ব্যবহার বিষয়ে নেতিবাচক ধারনা ইত্যাদি।

(চ) টেকসইকরণে গৃহীত ব্যবস্থাদি

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগন যাতে সহজে তাদের ভাতার অর্থ উত্তোলন করতে পারে সে লক্ষে সারাদেশে এ ব্যবস্থা চালুকরণের নিমিত্ত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করা হয়। বর্তমানে সারা দেশে ১১ জেলার পালটিংয়ের অংশ হিসেবে ই পেমেন্ট চালু হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সারা দেশে ই-পেমেন্ট চালু করা হবে।

৩। পরিবর্তনের শুরুর কথা

(খ) কত ব্যক্তির জীবনে পরিবর্তন এসেছে:

প্রতিবন্ধীরা এক সময় এটিএম বুথ বাইরে থেকে দেখত আর এখন তারা এটিএম বুথ ,ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার,নিকটস্থ এজেন্টে পয়েন্ট হতে ভাতার টাকা তুলতে পারছে। ২০৪ জন প্রতিবন্ধীকে নিয়ে এই সেবার সফল পাইলটিং করা হয়।

(গ) সুদুর প্রসারী কি কি অবদান রাখবে?

সামাজিক নিরপত্তা কর্মসূচির আওতায় সকল উপকারভোগীর ভাতা অর্থ ইলেকট্রনিক উপায়ে প্রদান করা হলে সরকারে ব্যয় কমবে এবং সহজে সরকারে ট্রেজারী হতে উপকারভোগীর একাউন্টে টাকা প্রদান করা সম্ভব হবে ফলে কোন মধ্যসত্তভোগীর প্রভাব থাকবে না। একই সাথে উপকারভোগী তার নিজের ইচ্ছানুযায়ী তার নিকটস্থ পদ্ধতি গ্রহণ করে তার ভাতা টাকা উত্তোলন করতে পারবেন। ফলে সরকার ও সুবিধাভোগীর সময়,খরচ ও যাতায়ত লাঘব হবে।

(ঘ) পদ্ধতি/ সময়/ ভোগান্তি/ ব্যয়/ সেবার মানে কী কী পরিবর্তন এনেছে?

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	১মাস	৩০০-৫০০/-	২-৩ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	৩-৫ দিন	১৫-২০/-	১ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	২৫ দিন	২৮০-৪৮০/-	২ বার

৪। উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি (২০০ শব্দের মধ্যে বিবরণ দিন**)**

উপকারভোগীদের অনুভূতি :

- প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীরা এখন ঘরে বসেই পাচ্ছেন ভাতা
- যে কোন তথ্য পাচ্ছেন একটি মোবাইল কলের মাধ্যমে
- ডিজিটাল সেবা এখনপ্রতিবন্ধীদের হাতের মুঠোয়
- স্বপ্ন এখন সত্যি তাই প্রতিবন্ধী উপকারভোগীরা নিজেকে অবহেলিত ভাবেন না

ফয়জুর রহমান, প্রতিবন্ধী উপকারভোগী, দিগারাইল, জৈন্তাপুর :
খুব ভাল হয়ছে, আমি কার্ড দিয়ে বা মোবাইলে টাকা তুলতে পারি। দুরে ব্যাঙকে য়েতে হয় না ফলে আমার টাকা ও সময় কম লাগছে। ধন্যবাদ সমাজসেবা অধিদফতর ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে।

রাবিয়া খাতুন, প্রতিবন্ধী উপকারভোগী জৈন্তাপুর :
আমি আমার ভাতার টাকা এখন ঘরে কাছেই তুলতে পারছি আর ব্যাংকে যাইতে হয় না। আমাদের মত প্রতিবন্ধী মানুষের সুযোগ বাড়ানোর জন্য সরকার ও সমাজসেবাকে ধন্যবাদ।

৫। টিভিসি/গ্রাফ/ ইনফোগ্রাফিকস্/ ছবি/ভিডিও

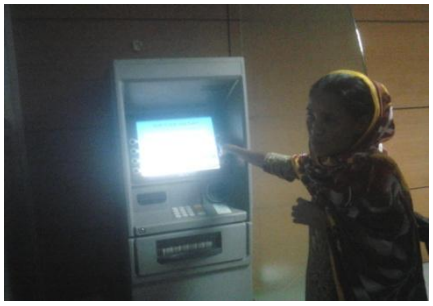

৬। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

সদস্য/সদস্যদের নাম ও ঠিকানা	ছবি
এ কে আজাদ ভুঁইয়া উপজেলা সমাজসেবা অফিসার জৈন্তাপুর,সিলেট। উপজেলা সমাজসেবা অফিসার জৈন্তাপুর,সিলেট এর সকল কর্মচারী ও স্টেহোল্ডারবৃন্দ।	

মন্ত্রণালয়ের নাম: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

অধিদফতর : সমাজসেবা অধিদফতর

১। উদ্ভাবনের শিরোনাম: সেবাগ্রহীতার পরিতৃপ্তির জন্য কার্যকর পরিষেবা নিশ্চিতকরণে 'ওয়েলকাম ড্রিংকস'

২। পটভূমি: কীভাবে যাত্রা শুরু/ পটভূমি (নিচের বিষয়গুলোকে যথাসম্ভব অন্তর্ভুক্ত করে গল্প/ বর্ণনামূলক লেখা--৩০০ শব্দের মধ্যে)

(ক) পটভূমি:

সমাজকল্যাণ মন্ত্রালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতি গঠনমূলক অন্যতম একটি বৃহৎ অধিদপ্তর। এই অধিদফতরের আওতায় প্রায় ১০৩৬টি ইউনিট (যেমন: বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, পৌরসভা বা সিটিকরপরেশনের শহর সমাজসেবা কার্যালয়, হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়, সরকারি শিশু পরিবার, সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা কেন্দ্র, শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র, প্রবেশন অফিসারের কার্যালয় ইত্যাদি) দপ্তর রয়েছে। সমাজসেবা অধিদফতরের সেবাগ্রহীতাগণ মূলত দেশের পশ্চাতপদ এবং হত দরিদ্র অসহায় জনগোষ্ঠি। এ সকল হত দরিদ্র অসহায় বয়স্ক কিংবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যখন সেবা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর গুলিতে এসে উপস্থিত হন তখন তাঁরা যথেষ্ট ক্লান্ত থাকেন এবং একই সাথে সেবা গ্রহণ বিষয়ক কি বলবেন, কিভাবে বলবেন, কার কাছে বলবেন তা নিয়ে যথেষ্ট দ্বিধাদ্বন্দে থাকেন। এ সময় দপ্তরগুলিতে উপস্থিত হওয়া মাত্রই সেবা গ্রহীতাকে 'ওয়েলকাম ড্রিংক্স' (লেবু শরবত জাতীয় পানীয়) পান করানো হয়। এতে তাৎক্ষনিক সেবা গ্রহীতার মাঝে একটি প্রশান্তির ছোঁয়া লাগে, তিনি নিজেকে স্বস্তির একটি জায়গায় অনুভব করেন। তিনি প্রাণবন্ত হয়ে সেবা গ্রহণ বিষয়ক কথা বলতে পারে এবং সেবা গ্রহণে পরিতৃপ্ত হন। এরই মধ্য দিয়ে সমাজসেবা অধিদফতরের নাগরিক সেবা গুলি সেবাগ্রহীতার পরিতৃপ্তির পরশে কার্যকর পরিষেবায় রূপান্তর হচ্ছে।

(খ) বিদ্যমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জসমূহ

সেবাগ্রহীতাগণ প্রায়শইঃ কার্যালয়ে এসে অপেক্ষা করতে হয় বিরক্তি বোধ করে। অনেক ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতার চাহিদা কি গুছিয়ে বলতে পারে না, দ্ররিদ্র পিছিয়ে পড়া সেবা গ্রহীতাদের মধ্যে অজানা ভয় কাজ করে। সেবা গ্রহীতা সেবা প্রাপ্তিতে পরিতৃপ্তির অভাব পরিলক্ষীত হয়। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মধ্যেমে তাদের মধ্যে সপ্রতিভ এবং সেবা প্রাদনকারী সম্পর্কে প্রথমেই একটি ইতিবাচক ধারনা জন্ম হয় এবং সেবা প্রাপ্তিতে সন্তুষ্টি পরিলক্ষীত হয়।

(গ) অনুপ্রেরণার উৎস:

গত ০৬ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ এই উদ্ভাবনী উদ্যোগটি মহাপরিচালক সমাজসেবা অধিদফতর মহোদয়ের নিকট শেয়ার করা হলে তিনি তা তাৎক্ষণিক গ্রহণ করেন এবং সামাজিক যোযোগ মাধ্যমে এটি সকল ইউনিট দপ্তরে বাস্তবায়নের নির্দেশনা দিয়ে ইনোভেশন টিম, সমাজসেবা অধিদফতর এর সদস্য এবং বর্তমান সদস্য সচিব জনাব মোঃ জহিরুল ইসলামকে স্ট্যাটাস দিতে নির্দেশ দেন।

(ঘ) কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিলো:

০৬ এপ্রিল নির্দেশনার দিনই তা সমাজসেবা অধিদপতরের বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপে নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য পোস্ট দেয়া হয়। পরদিন ০৭ এপ্রিল থেকে দেশের অধিকাংশ ইউনিট অফিসে সেবাগ্রহীতাদেরকে ওয়েলকাম

ড্রিংক্স দিয়ে স্বাগত জানিয়ে সেবা প্রদান শুরু হয়। মূহর্তেই এক যাদুকরী পরিবর্তন আসে সেবা প্রদান পদ্ধতিতে।

(ঙ) বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ কিভাবে মোকাবেলা করা হয়েছিলো

স্থানীয় কার্যালয়ের অফিসের অন্যান্য ব্যয় খাত থেকে আর্থিক ব্যয় মেটানোর মাধ্যমে সম্পদের সমস্যা সমাধান করা হয়েছিল।

(চ) টেকসইকরণে গৃহীত ব্যবস্থাদি

সেবাগ্রহীতার পরিতৃপ্তির জন্য কার্যকর পরিষেবা নিশ্চিতকরণে 'ওয়েলকাম ডিংক্স' প্রদানের জন্য সমাজসেবা অধিদফতর থেকে একটি অফিস আদেশ জারি করা হবে মর্মে নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

৩। পরিবর্তনের শুরুর কথা

একটি ওয়েলকাম ড্রিংকস প্রদা**নে**

ক) সেবা গ্রহীতা নিজেকে খুব সহজে সাবলীলভাবে সেবা গ্রহণের জন্য আগত দপ্তরে উপস্থাপন করতে পারছেন;

খ) ইউনিট দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক প্রদত্ত সম্মান ও ওয়েলকাম ড্রিংক্স সেবাগ্রহীতার সেবা গ্রহণে একটি পরিতৃপ্তির পরশ দিচ্ছে;

গ) সেবা প্রদানকারী এবং সেবা গ্রহণকারীর মধ্যে একটি আন্তরিক পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে;

ঘ) গরমে ঠান্ডা এক গ্লাস শরবত সেবাগ্রহীতার অফিসের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পরির্বতনে সাহায্য করে;

ঙ) আপ্যায়িত হওয়ার পরে সেবাগ্রহীতা সহজে মনের কথা খুলে বলে;

চ) বেশির ভাগ সময়ে সেবাগ্রহীতারা হেঁটে সেবা গ্রহণ করতে আসে তাই তাদেঁর ক্লান্তি দূর করতে ওয়েলকাম ড্রিংক্স এর ভুমিকা অনন্য।

(খ) কত ব্যক্তির জীবনে পরিবর্তন এসেছে:

মাঠ পর্যায়ে উপজেলা বা সমমানের কার্যালয়সমূহে প্রতিদিন গড়ে ২০/২৫ জন সেবাগ্রহীতা বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণের জন্য আসে। তাদের প্রত্যেকে পরিতৃপ্ত হয়ে ফিরে যায়। সে হিসেবে সামান্য এ ওয়েলকাম ড্রিংকস দৈনিক ১০ থেকে ২০ হাজার মানুষের মধ্যে সরকারি অফিসের সে সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা আসছে।

(গ) সুদূর প্রসারী কি কি অবদান রাখবে?

বিদ্যমান অবস্থা সামাধারণ মানুষের মধ্যে সাধারণভাবে সরকারি অফিসের সেবা সম্পর্কে এক ধরনের নেতিবাচক ধারণা রয়েছে। এ ধারনাকে পরিবর্তন করে সরকারি অফিস সম্পর্কে ইতিবাচক ধারনা তৈরীতে এ ইনোভেশন কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

(ঘ) পদ্ধতি/ সময়/ ভোগান্তি/ ব্যয়/ সেবার মানে কী কী পরিবর্তন এনেছে?

সমাজসেবা অধিদফতরে ওয়েলকাম ড্রিংকস্ এর প্রচলন কার্যকর পরিষেবায় সেবা গ্রহীতার পরিতৃপ্তি নিশ্চিত করতে অনন্য ভূমিকা রাখছে। যা সরকারের সকল অফিসেও অভিনব ভূমিকা রাখতে পারে।

৪। উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি (২০০ শব্দের মধ্যে বিবরণ দিন**)**

উপকারভোগীদের অনুভূতি :

মেসবাহ উদ্দিন মিন্টু, কিশোরগঞ্জ (স্ট্রোকে প্যারালাইজড রোগী):
আজ প্রথম নিজেরে মনে করছি আমি দেশের একজন নাগরিক। সরকারি অফিসে আমাগো সম্মান আছে। সরকারি অফিস আমাগো নিজের অফিস। ভাল উদ্যোগ বাবা ।

নিজাম মল্লিক (বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান) , শার্শা, যশোর :
আমি অভিভূত । সরকারি অফিসে এভাবে গণ হারে আসলেই আপ্যায়ন । আজ মনে হচ্ছে এই সমাজসেবা অফিস আমাদের অফিস । আমরা সব সময় এই অফিসের সাথে ও পাশে আছি।

অর্পাধর (৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী, প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তিভোগী) চকরিয়া কক্সবাজার :
গরমে ঘেমে গিয়েছি । ভ্যানে করে এসেছিলাম । ট্যাং শরবত খেয়ে খুব মজা পাইছি। মনে হয়েছে বাড়ীতে মা এই শরবত বানাইয়া দিছে। উপবৃত্তির চেক নিতে আসছিলাম।

সমাজসেবা কার্যালয়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অনুভূতি :

তৌহিদুর রহমান, প্রবেশন অফিসার, যশোর :
ওয়েলকাম ড্রিংক্স পান করিয়ে সেবা গ্রহীতার সাথে আলোচনা শুরু করতেই মনে হলো নিজের কোন এক আপন জনের সাথে আলাপ করছি। স্বল্পো সময়ে স্বল্পো কথায় কাউন্সিলিং শেষ করলাম । মনে হচ্ছে সব যেন ওকে হয়ে গেছে।

হামিদুল্লাহ মিয়া , উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, চকরিয়া, কক্সবাজার :
এটি একটি অন্যতম ভাল লাগার বিষয়। সেবাগ্রহঅতাদের অনেকে জানিয়েছেন যেখান অনেক অফিসে দাঁড়ানোর সুযোগ পাইনা সেখানে সমাজসেবা অফিসে শবেত দিয়ে আপ্যায়ন ও সম্মান দেখানো। সেবা গ্রহীতার মুখের সেই পরিতৃপ্তির হাসি আমাকে কাজে আরো অনেক উৎসাহিত করছে। ধন্যবাদ মহাপরিচাল স্যার।

আবিদা আফরিন, সমাজসেবা অফিসার, শহর সমাজসেবা কার্যালয়-১, খুলনা :
অনেক সময় অনেক নিয়মিত সেবাগ্রহীতা যেমন ভাতাভোগী ব্যংকে গিয়ে কোন কারণে ভাতা না পেলে অনেক সময় ক্ষোভ নিয়ে আমাদের অফিসে আসে। এবার যখন ওয়েলকাম ড্রিংক্স দিয়ে যখন আপ্যান করে আলাপ শুরু করছিলাম তখন দেখলাম তার কোন ক্ষোভ নেই । তিনি স্বাভাবিকভাবে সমস্যাটি শেয়ার করলো। অর্থাৎ সেবা গ্রহীতার মনোভাব প্রকাশেও এই ওয়েলকাম ড্রিংক্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৫। টিভিসি/গ্রাফ/ ইনফোগ্রাফিকস্/ ছবি/ভিডিও

Salma Khanom is with Monir Rahman.
April 24

শ্রদ্ধেয় ডিজি স্যারের নির্দেশনা মোতাবেক শহর সমাজসেবা কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ কর্তৃক সেবাগ্রহীতাদের ওয়েলকাম ড্রিংকস হিসেবে লেবু শরবত পান করানো হয়।

Provide translation to English

Rasheduzzaman Rony is with Iqbal Ahmed and রফিকুল ইসলাম ইসানুর.
April 28 at 1:30 PM

শ্রদ্ধেয় ডিজি স্যারের নির্দেশনা মোতাবেক উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় গোদাগাড়ী, রাজশাহী কর্তৃক সেবাগ্রহীতাদের ওয়েলকাম ড্রিংকস হিসেবে লেবু শরবত পান করানো হয়।

Provide translation to English

Md Touhidul Islam is feeling OK.
Visual Storyteller · April 24

প্রবেশন অফিস, যশোরে আজকের ওয়েলকাম ড্রিংকস...

Provide translation to English

Md Mamun Hossan
April 23

#ওয়েলকাম ড্রিংক্স" উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, রামগতি, লক্ষ্মীপুর।

Provide translation to English

Zogendra Nath Mahato is with Tito Mostafiz and Shirajul Islam.
April 30 at 12:35 PM

সরকারি শিশু পরিবার নাটোর এ সেবা গ্রহিতাদেরকে ওয়েলকাম ড্রিংক্স পান করানো হয়।

Provide translation to English

Mohammad Ahiatozzaman is with Fakhrul Alam and 3 others.
April 30 at 10:57 AM

ওয়েলকাম ড্রিংকস প্রদান অব্যাহত আছে।
ইআরসিপিএইচ,টঙ্গী, গাজীপুর।

· Provide translation to English

Mahfuza Parveen Chowdhury
April 8

🍐🍏🍋🌹 ওয়েলকাম ড্রিংকস 🍋🍋🍋🍊

আজ মহাপরিচালক মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক শ্রীনগর উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় আগত সেবা গ্রহনকারীদের ওয়েলকাম ড্রিংকস আপ্যায়নের মাধ্যমে সেবা প্রদান করে আমার অফিসের কর্মরত কর্মচারীগণ। বিশুদ্ধ পানি দিয়ে লেবুর সরবত।

· Provide translation to English

bers

৬। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

সদস্য/সদস্যদের নাম ও ঠিকানা	ছবি
ক) গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর খ) মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম উপপরিচালক (প্রকাশনা) , সমাজসেবা অধিদফতর গ) মোঃ জহিরুল ইসলাম প্রভাষক, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি, সমাজসেবা অধিদফতর ঘ) মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন সমাজসেবা অফিসার, সমাজসেবা অধিদফতর ঙ) সোমা ইউসুফ গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা, সমাজসেবা অধিদফতর	গ্রুপ ছবি

মন্ত্রণালয়ের নাম: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

অধিদফতর : সমাজসেবা অধিদফতর

১। উদ্ভাবনের শিরোনাম: শিশুদের পড়াশোনার মান উন্নয়নে 'কোচিং সাইকেল'।

২। পটভূমি: কীভাবে যাত্রা শুরু/ পটভূমি (নিচের বিষয়গুলোকে যথাসম্ভব অন্তর্ভুক্ত করে গল্প/ বর্ণনামূলক লেখা--৩০০ শব্দের মধ্যে)

(ক) পটভূমি:

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যত। তাই তাদের মানব সম্পদে গড়ে তোলার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর কাজ করছে এবং জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করে যাচ্ছে। এই অধিদফতরের আওতায় সারা বাংলাদেশে ৮৫ টি শিশু পরিবার পরিচালিত হচ্ছে। এই শিশু পরিবারের মাধ্যমে এতিম ও দুস্থ ছেলে মেয়েরা পারিবারিক পরিবেশে লালিত পালিত হচ্ছে। সাধারণভাবেই শিশুদের পড়াশোনার প্রতি একটু বেশি যত্নবান হতে হয়। এক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় যে, শিশু পরিবারের যে সমস্ত শিশুরা বেড়ে উঠছে তারা পরিবারে বড় হওয়া শিশুদের থেকে লেখাপড়ায় একটু পিছিয়ে থাকছে। অন্য শিশুদের সাথে সমানভাবে লেখা পড়ায় এগিয়ে যেতে পারছেনা এবং এক্ষেত্রে তাদের অনিহা পরিলক্ষিত হয়। এসব কোমলমতি শিশুদের পড়া লেখায় সাহায্য করার জন্য কোচিং সাইকেল ধারণার উদ্ভুত। এর মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিশুদের পড়াশোনার মান উন্নয়নের জন্য প্রতিটি ক্লাশ হতে দুর্বল ও মেধাবী শিশুদের বাছাই করা হয়। মেধাবী শিশুদের এক একটি বিষয় নির্দিষ্ট করে দিয়ে বিষয় ভিত্তিক পাঠদান করা হয়। বিষয়টি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা হয়। প্রয়োজনে মেন্টর পরিবর্তন করা হয়। এসব তৈরিকৃত মেন্টর শিশু দ্বারা পড়ালেখায় পিছিয়ে পড়া শিশুদেরকে পড়ালেখায় সহযোগিতা করা হয়।

(খ) বিদ্যমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জসমূহ

শিশু পরিবারে শিক্ষক পদে যারা কর্মরত আছে তাদের বিষয় ভিত্তিক জ্ঞানের অভাবে শিশুদের পড়াশোনার মান উন্নয়নে তারা ব্যর্থ। যে সব শিশুরা মেন্টর হিসেবে নিয়োজিত তাদের নিজস্ব পড়ালেখা থাকায় সময়ের অভাব এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

(গ) অনুপ্রেরণার উৎস:

এই উদ্ভাবনী উদ্যোগটি মহাপরিচালক সমাজসেবা অধিদফতর মহোদয়ের নিকট শেয়ার করা হলে তিনি তা তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করতে বলেন এবং প্রত্যেকটি শিশু পরিবারে কোচিং সাইকেল এর মাধ্যমে শিশুদের পড়াশোনার মান উন্নয়নে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

(ঘ) কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিলো:

মহাপরিচালক স্যারের নির্দেশনা দানের পরপরই শিশু পরিবারে অবস্থানকৃত শিশুদের মধ্যে যারা পড়াশোনায় ভাল তাদেরকে নির্বাচন করে তাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীতে পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করা হয় তারা অন্য শিশুদের পড়াতে সক্ষম কিনা। যারা সফল হয়ে থাকে তাদেরকে মেন্টর হিসেবে নিয়োজিত করা হয়।

(ঙ) বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ কিভাবে মোকাবেলা করা হয়েছিলো

এক্ষেত্রে শিশুদের অনীহা পরিলক্ষিত হলে তাদেরকে নিয়মিত মোটিভেশন এবং কাউনসিলিং করা হয়।

(চ) টেকসইকরণে গৃহীত ব্যবস্থাদি

শিশুদের নিয়মিত মনিটরিং, মোটিভেশন এবং কাউন্সিলিং।

৩। পরিবর্তনের শুরুর কথা

প্রথম দিকে যখন শিশু পরিবারে কোচিং সাইকেল ব্যবস্থাটি প্রবর্তন করা হয় শিশুদের মধ্যে একটি বিশৃংখলা পরিলক্ষিত হয় তারা মেন্টর শিশুদের কাছে পড়াশোনা করতে চাইত না। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি মেন্টর শিশুর সাথে শিশু পরিবাবে শিক্ষক নিয়োজিত করা হয়। তারা শিশুদের কাউনসিলিং করতে থাকে। এই কাউন্সিলিং এর ফলশ্রুতিতে শিশুদের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় এবং তারা বড়দের কথা মেনে চলে এবং লেখাপাড়ায় মনোনিবেশ করে।

(খ) কত ব্যক্তির জীবনে পরিবর্তন এসেছে:

সারা বাংলাদেশে ৮৫টি শিশু পরিবারে অবস্থানকৃত প্রায় ১০ হাজার শিশুর মধ্যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। বাংলাদেশে প্রত্যেকটি শিশু পরিবাবে এই কোচিং সাইকেল ব্যবস্থাটি প্রবর্তন করা হয়েছে।

(গ) সুদুর প্রসারী কি কি অবদান রাখবে?

শিশুদেরকে দক্ষ মানব সম্পদে রুপান্তর করে একটি উন্নত জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

(ঘ) পদ্ধতি/ সময়/ ভোগান্তি/ ব্যয়/ সেবার মানে কী কী পরিবর্তন এনেছে?

<table>
<tr><th></th><th>সময়</th><th>খরচ</th><th>যাতায়াত</th></tr>
<tr><td rowspan="7">আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে (বেইজলাইন স্টাডি হতে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে)</td><td>তথ্য প্রাপ্তি = ৬ ন্টা</td><td>তথ্য প্রাপ্তি = ১০০০/-</td><td>তথ্য প্রাপ্তি =শিক্ষকদের তথ্য নেয়া</td></tr>
<tr><td rowspan="2">যাতায়াত = সপ্তাহে ৬ ঘন্টা</td><td>যাতায়াত = ৫০০০/-</td><td rowspan="2">সেবা আবেদন = শিক্ষকদের কাছে আবেদন</td></tr>
<tr><td>সার্ভিস চার্জ (রাজস্ব ব্যতিত) =১০০০/-</td></tr>
<tr><td rowspan="4">অপেক্ষা ও সেবা প্রাপ্তি = সপ্তাহে ৯ ঘন্টা</td><td>খাবার =৩০০০/-</td><td>হালনাগাদ তথ্য = শিক্ষকদের তথ্য</td></tr>
<tr><td>মোবাইল =১০০০/-</td><td rowspan="3">সেবা গ্রহন = সপ্তাহে ৬ দিন যাতায়াত</td></tr>
<tr><td>সঙ্গীর খরচ =২০০০/-</td></tr>
<tr><td>অন্যান্য =৫০০০/-</td></tr>
<tr><td>আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে</td><td>শুধু পড়ার সময় ব্যতীত অন্য সময় খরচ হবে না</td><td>কোন অর্থ খরচ হবে না</td><td>কোথাও যাতায়াত করতে হবে না</td></tr>
</table>

৪। উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি

ক) সাদিয়া, সপ্তম শ্রেণী, সরকারী শিশু পরিবার (বালিকা), ফরিদপুর।

বড় আপুদের কাছে পড়াশোনা করে আমি অনেক উপকৃত হয়েছি। এখন আমার ক্লাশে আমি ভাল ফলাফল অর্জন করি।

খ) নাদিরা, অষ্টম শ্রেণী, সরকারী শিশু পরিবার (বালিকা), ফরিদপুর।

আমি গণিতে এবং ইংরেজী বিষয়ে দুর্বল ছিলাম। সালমা আক্তার আপুর কাছে পড়াশোনা করে আমার গণিতে এবং ইংরেজীতে এখন ভাল নম্বর পাই।

গ) বীথি, এস এস সি পরীক্ষার্থী, সরকারী শিশু পরিবার (বালিকা), ফরিদপুর।

আমি শিশু পরিবারে আসার পর থেকেই কোচিং সাইকেলে বড় আপুদের কাছে পড়াশোনায় সহযোগিতা নিচ্ছি এবং আমি দারুন উপকৃত।

ঘ) সাম্মি আক্তার, ডিপ্লোমা ইন্জিনিয়ারিং অধ্যায়নরত, সরকারী শিশু পরিবার (বালিকা), যশোর।

আমি কোচিং সাইকেলে বড় আপুদের কাছে পড়াশোনা করতাম এবং যে বিষয়ে বুঝতাম না তা বার বার বড় আপুদের কাছ থেকে বুঝে নিয়েছি। আমি এখন সরকারী পলিটেকনিক যশোরে ডিপ্লোমা ইন্জিনিয়ারিং এর একজন শিক্ষার্থী। আমার এ সফলতার পিছনে কোচিং সাইকেল একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আমি এখন শিশু পরিবারে অবস্থানরত অন্যান্য শিশুদের কোচিং সাইকেলে পড়াশোনা করাচ্ছি।

৫। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

সদস্য/সদস্যদের নাম ও ঠিকানা	ছবি
ক) গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর খ) মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম উপপরিচালক (প্রকাশনা) , সমাজসেবা অধিদফতর গ) মোঃ জহিরুল ইসলাম	গ্রুপ ছবি

প্রভাষক, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি, সমাজসেবা অধিদফতর ঘ) মোহাম্মদ আলী আহসান উপপরিচালক,জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ফরিদপুর। ঙ)রুহুল আমিন বাশীর সহকারী পরিচালক, (কার্যক্রম-২) সমাজসেবা অধিদফতর	

মন্ত্রণালয়ের নাম: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

অধিদফতর : সমাজসেবা অধিদফতর

১। **উদ্ভাবনের শিরোনাম**: অ্যাপ: MyDSS

২। **কীভাবে যাত্রা শুরু/ পটভূমি** (নিচের বিষয়গুলোকে যথাসম্ভব অন্তর্ভুক্ত করে গল্প/ বর্ণনামূলক লেখা--৩০০ শব্দের মধ্যে)

(ক) পটভূমি:

বর্তমানে সমাজসেবা অধিদফতর এর সদর কার্যালয়, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, পৌরসভা বা সিটিকরপরেশনের শহর সমাজসেবা কার্যালয়, হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়, সরকারি শিশু পরিবার, সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা কেন্দ্র, শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র, প্রবেশন অফিসারের কার্যালয়সহ ১০৩৬টি ইউনিট (যেমন: ইত্যাদি) দপ্তর রয়েছে। সদর কার্যালয় ব্যতিত অন্যান্য দপ্তরের ঠিকানা বা দপ্তর প্রধান বা অন্যান্য কর্মকর্তাগণের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সেবা গ্রহিতা কিংবা সেবা গ্রহনে আগ্রহী জনকে প্রায়শ:ই অনেক সময়, অর্থ অপচয় হয়। এ বিষয়টিকে সামনে রেখে জনগনের দোড়গোড়ায় কাঙ্ক্ষিত গুনগত মানের সেবা পৌছেঁ দেয়ার লক্ষ্যে অ্যাপ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ ও যাত্রা শুরু।

(খ) বিদ্যমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জসমূহ

সেবাগ্রহিতার নিজ অবস্থান থেকে নিকটস্থ সমাজসেবা কার্যালয়ের ঠিকানা না জানা, সেবাগ্রহিতা সংশ্লিষ্ট অফিসের
কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে না পারায় সময় ও অর্থের অপচয় হয় ফলে কাঙ্ক্ষিত সেবা গ্রহণ ও প্রদান বিলম্ব
হয়।

(গ) অনুপ্রেরণার উৎস:

ইনোভেশন টিমের মাসিক সভায় ইনোভেশন টিমের সদস্যবৃন্দ মহাপরিচালক মহোদয়ের নিকট উদ্যোগটি উপস্থাপন করেন। মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির মহোদয় ইনোভেশন টিম, সমাজসেবা অধিদফতর এর সদস্য বেগম সোমা ইউসুফকে ইনোভেটর হিসেবে বাস্তবায়নের নির্দেশনা দেন।

(ঘ) কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিলো:

১. সভা আহবান

২. কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন

৩. কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী পিপিআর অনুযায়ী সফটওয়্যার ডেভেলপার কোম্পানী বাছাইকরণ

৪. তথ্য সংগ্রহকরণ

৫. তথ্য যাচাই-বাছাইকরণ

৬. পাইলটিং আকারে গুগল প্লে স্টোরে ডেভেলপ করা।

(ঙ) বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ কিভাবে মোকাবেলা করা হয়েছিলো

সকল ইউনিট/কার্যালয় থেকে তথ্য প্রাপ্তি ও যাচাই বাছাইকরণে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা- কর্মচারীবৃন্দ ও ডেভেলপার কোম্পানীর নিরবিচ্ছিন্ন আন্তরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমস্যার মোকাবিলা করা হয়েছে।

(চ) টেকসইকরণে গৃহীত ব্যবস্থাদি

১. নির্দিষ্ট সময় অন্তর অ্যাপটির আপডেট ভার্সন অন্তর্ভূক্তকরণ

২. আইফোনে অ্যাকসেস থাকার ব্যবস্থা গ্রহণ

৩. প্রচারনার লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতরের ইউটিউবে আপলোড

৩। পরিবর্তনের শুরুর কথা অথবা এই উদ্যোগ কী কী কল্যাণ বয়ে এনেছে (নিচের বিষয়গুলোকে অনুসরণ করে গল্প/ বর্ণনামূলক লেখা - ২০০ শব্দের মধ্যে)

অ্যাপটি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের যেকোন জায়গা থেকে যে কেউ অতি সহজেই তাঁর কাঙ্ক্ষিত সেবা গ্রহণ করতে পারেন।
এ ফলে একদিকে সেবা গ্রহিতার সময়, অর্থের অপচয় ও যাতায়াত হ্রাস পেয়েছে অপরদিকে জনগনের দোড়গোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়েছে।

(খ) কত ব্যক্তির জীবনে পরিবর্তন এসেছে:

এ পর্যন্ত ১০০০+ জন অ্যাপটি ডাউনলোড করে সেবা গ্রহণ করেছেন।

(গ) সুদুর প্রসারী কি কি অবদান রাখবে?

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে সমাজসেবা অধিদফতরের সকল সেবা প্রদান এবং সেবা গ্রহিতাকে দ্রুততা নিশ্চিত হবে। ফলে সময়, অর্থ এবং যাতায়াত হ্রাস পাবে। সেবার গুনগত মান নিশ্চিত হবে।

(ঘ) পদ্ধতি/ সময়/ ভোগান্তি/ ব্যয়/ সেবার মানে কী **কী পরিবর্তন** এনেছে

	সময়	**খরচ**	**যাতায়াত**
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	২দিন	১০০/-	৪ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	৩-৫ মিনিট	১০/-	০০
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবাগ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	২দিন	৯০/-	৪ বার

৪। উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি (২০০ শব্দের মধ্যে বিবরণ দিন)

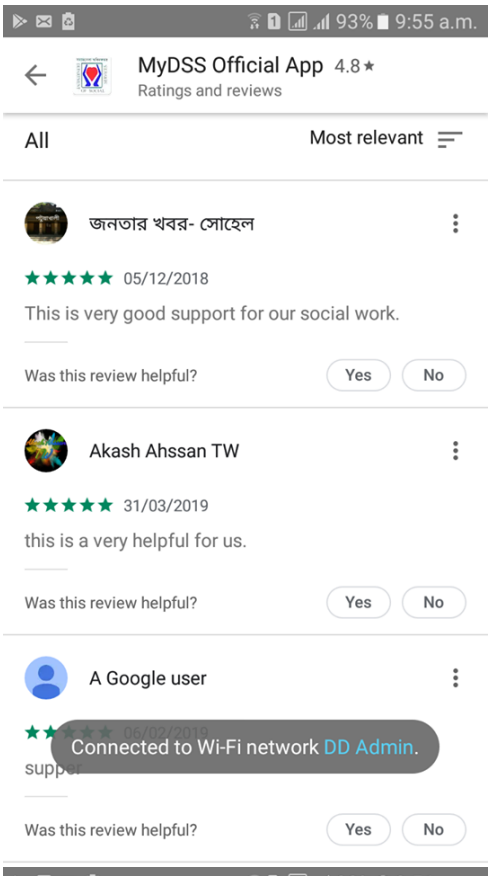

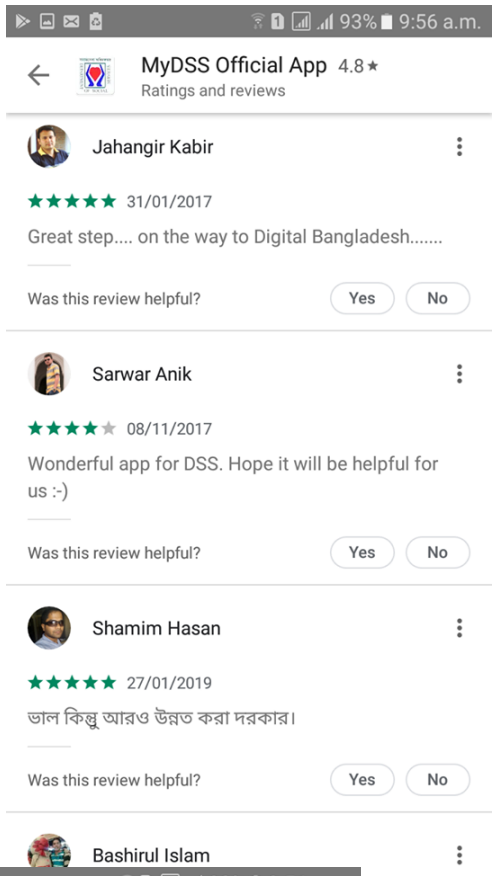

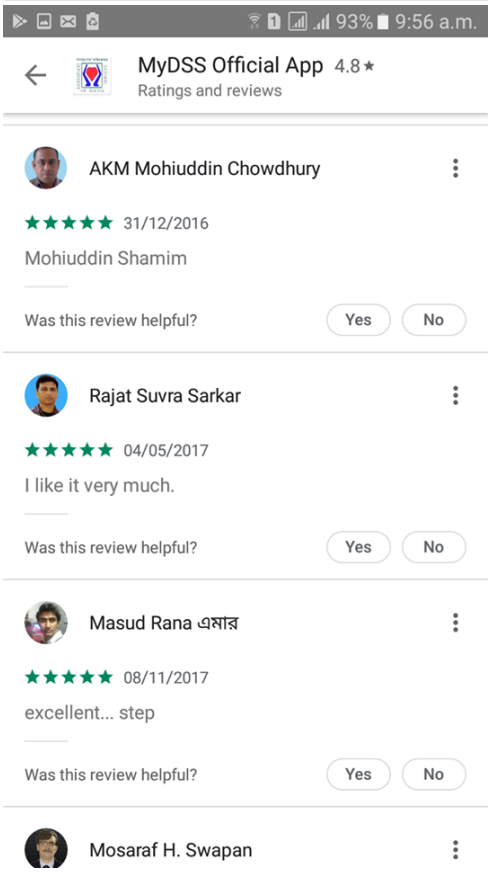

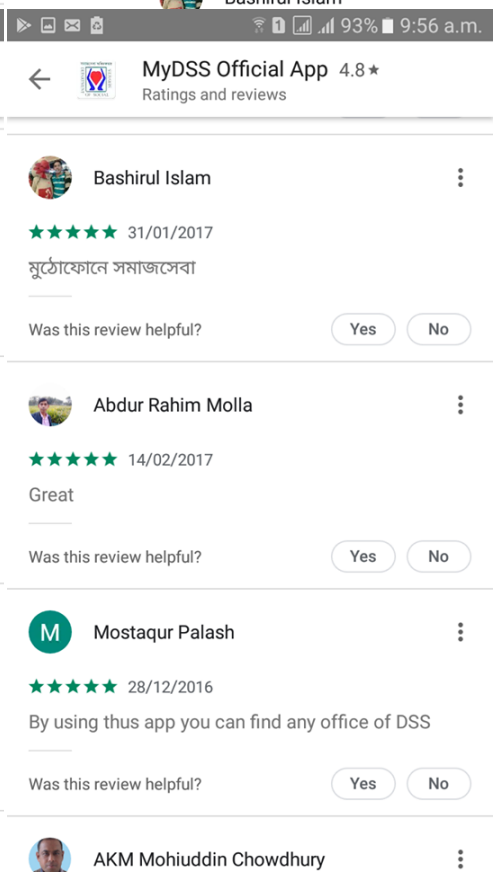

৫। টিভিসি/গ্রাফ/ ইনফোগ্রাফিকস্/ ছবি/ভিডিও

- টিভিসি/ভিডিও (ইউটিউব/ তথ্য বাতায়নে আপলোড করে লিংক উল্লেখ করুন)।

  https://www.youtube.com/watch?v=W7mDVonV8r8

৬। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

সদস্য/সদস্যদের নাম ও ঠিকানা	ছবি
১. সোমা ইউসুফ, গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা ২. জাহাঙ্গীর কবীর, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন-৩) ৩. অ্যাপ ডেভেলপকারী প্রতিষ্ঠান, ELogical IT Experts Limited	গ্রুপ ছবি

মন্ত্রণালয়ের নাম: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

অধিদফতর: সমাজসেবা অধিদফতর

১। **উদ্ভাবনের শিরোনাম:** "রোগীকল্যাণে মোবাইল এ্যাপস"

২। **কীভাবে যাত্রা শুরু/ পটভূমি** (নিচের বিষয়গুলোকে যথাসম্ভব অন্তর্ভুক্ত করে গল্প/ বর্ণনামূলক লেখা--৩০০ শব্দের মধ্যে):

ক) পটভূমি:

সমাজসেবা অধিদফতরের আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান ৬৪ জেলার ৯১ টি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে এবং ৪১৯ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হাসপাতালে রোগীকল্যাণ সমিতি আছে যা হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে জড়িত। হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং এর প্রচার ও প্রসারের নিমিত্তে রোগীকল্যাণ সমিতি মোবাইল এ্যাপস উদ্ভাবিত। এই এ্যাপসের কন্টেনগুলি রোগীকল্যাণ রোগীকল্যাণ সমিতির মাধ্যমে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম সম্পর্কে জানা, সেবা প্রাপ্তি, অনুদান প্রদান সহজতর ও প্রসার বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। রোগীকল্যাণ সমিতি সম্পর্কে প্রচারণা কম থাকায় এর কার্যক্রম, সেবা, সেবা প্রাপ্তির স্থান ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত ছিল না।

(খ) বিদ্যমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জসমূহ

রোগীকল্যাণ সমিতি কী সেবা প্রদান করে, কোথায় অবস্থান ইত্যাদি বিষয় সেবা গ্রহীতাগণ জানতেন না ফলে তাদের কাঙ্খিত সেবা প্রদান যেমন সম্ভব হতো না তেমনি যারা রোগীকল্যাণ সমিতিতে সহায়তা করতে ইচ্ছুক তারাও সহায়তা করতে পারেনা। ফলে রোগীকল্যাণ সমিতির সেবা সম্পর্কে মানুষের মাঝে ইতিবাচক ধারণা তৈরী একটি বড় চ্যালেন্জ।

(গ) অনুপ্রেরণার উৎস:

টাংগাইল জেলার বাসাইল উপজেলার সমাজসেবা অফিসার হারুনুর রশীদ রোগীকল্যাণ সমিতির ফেইসবুক গ্রুপ খোলে প্রচারণা শুরু করায় ভালো সাড়া পাওয়া যায়। দিনদিন রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি স্থানীয় সংগ্রহও বাড়তে থাকে। তার প্রেক্ষিতে জনাব আদিল মোত্তাকিন, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, হরিরামপুর, মানিকগন্জ (বর্তমানে উপপরিচালক, মৌলভীবাজার) প্রথম মোবাইল এ্যাপস তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

(ঘ) কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিলো:

প্রথমেই মোবাইল এ্যাপস তৈরীর জন্য তথ্য সংগ্রহ শুরু করা হয় এবং পরবর্তীতে তথ্যগুলোর সন্নিবেশে একটি এ্যাপস তৈরী করা হয়।

(ঙ) বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ কিভাবে মোকাবেলা করা হয়েছিলো

অফিসের অন্যান্য ব্যয় থেকে এবং ব্যক্তিগত ভাবে আর্থিক ব্যয় মেটানোর মাধ্যমে সম্পদের সমস্যা সমাধান করা হয়েছিল।

(চ) টেকসইকরণে গৃহীত ব্যবস্থাদি

সেবাগ্রহীতার পরিতৃপ্তির জন্য কার্যকর পরিষেবা নিশ্চিতকরণে মোবাইল এ্যাপসটি আরো সমৃদ্ধ করে তৈরী করার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ করা হয়েছে।

৩। পরিবর্তনের শুরুর কথা অথবা এই উদ্যোগ **কী** কী **কল্যাণ বয়ে** এনেছে **(নিচের বিষয়গুলোকে অনুসরণ করে গল্প/ বর্ণনামূলক লেখা—২০০ শব্দের মধ্যে) :**

এই এ্যাপ তৈরীর করার পূর্বে রোগীকল্যাণ সমিতি, বাসাইল, টাংগাইলে ২০১২-২০১৬ মাত্র ২৩ জন রোগী সেবা নিয়েছে এবং স্থানীয় তহবিল হিসেবে ১০০০০/- টাকা সংগ্রহিত হয়েছে আর এই উদ্যোগ গ্রহণের পরে

- ২০১৬ জানুয়ারি -২০১৭ ডিসেম্বর ৪০৮ জন সরাসরি সেবা গ্রহণ করেছে
- ৬০০০০/- স্থানীয় তহবিল সংগ্রহিত হয়েছে।
- এটি আরো পরিচর্যা করলে সরাদেশের সকল রোগীকল্যান সমিতি হতে মানুষ যেমন অদিক সংখ্যায় সেবা পাবে তেমনি স্থানীয় তহবিল ও বৃদ্ধি পাবে।
- এর ফলে যে সেবা সম্পর্কে ধরনা ছিল না সেটি ১ থেকে ২ ঘন্টায় পাচ্ছে।

(খ) কত ব্যক্তির জীবনে পরিবর্তন এসেছে?

পূর্বে যেখানে সেবা গ্রহীতা সেবা সম্পর্কে সঠিক ভাবে জনতো না বর্তমানে সেবা সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মাসে পাইলট উপজেলায়(বাসাইল, টাংগাইল এবঙ হরিরামপুর মানিকগন্জ) ৬০-৭০ জন রোগী সেবা পাচ্চে এবং ২০০০০-২৫০০০ টাকা স্থানীয় তহবিল হিসেবে সংগ্রহ হচ্ছে।

(গ) সুদূর প্রসারী কি কি অবদান রাখবে?

এ্যাপসটি আরো তথ্য সমৃদ্ধ করে ব্যাপক প্রচারণা চালালে মানুষ রোগীকল্যাণ সমিতির সেবা, সহায়তা করা সহ বিস্তারিত তথ্য সহজেই দেশে এবং দেশের বাইরে থেকে করতে পারবে।

(ঘ) পদ্ধতি/ সময়/ ভোগান্তি/ ব্যয়/ সেবার মানে কী কী পরিবর্তন এনেছে?

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	১-২ দিন	নাই	২-৩ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	কয়েক ঘন্টা	নাই	নাই
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবাগ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	১-২ দিন প্রায়	নাই	২-৩ বার
	আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে সেবা সম্পেক না জানায় অনেকেই কাঙ্ক্ষিত সেবা হতে বঞ্চিত হতো ।		

৪। উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি (২০০ শব্দের মধ্যে বিবরণ দিন**):**

সফুরা বেগম গ্রাম: মান্দারজানী, বাসাইল, টাংগাইল তার মায়ের চিকিৎসার খরচ দিতে না পেরে অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন। পাশের বাড়ীর কলেজ পড়ুয়া ছাত্র তাকে রোগীকল্যাণ সমিতির কথা বলেন এবং মোবাইল এ্যাপ ব্যবহার করে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, বাসাইল, টাংগাইলের সাথে যোগাযোগ করে। সহজেই ভোগান্তী ছাড়া সেবা পেয়ে খুবই তৃপ্ত বলে জানান তিনি।

৬। টিভিসি/গ্রাফ/ ইনফোগ্রাফিকস্/ ছবি/ভিডিও:

৫। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম :

	দলনেতা	সদস্য১	সদস্য২
নাম	হারুনুর রশীদ	মোকছেদ আলম চৌধুরী	মো: শাহানুর আলম
পদবি	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	ফিল্ড সুপার ভাইজার	ইউনিয়ন সমাজকর্মী
দপ্তর	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
ঠিকানা	বাসাইল ,টাংগাইল	বাসাইল ,টাংগাইল	বাসাইল ,টাংগাইল
মোবাইল	০১৭৩৪৫১০২১২	০১৯১২৪৫০৫৭৪	০১৭১২৮৯৪০৪৫

মন্ত্রণালয়ের নাম: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়,
অধিফতর: সমাজসেবা অধিদফতর
কার্যালয়: সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), তেজগাঁও, ঢাকা।

১। উদ্ভাবনের শিরোনাম:
প্রতিষ্ঠানের নিবাসি দিবস পালন ও অভিভাবকগণের সাথে ভিডিও কনফারেন্সিং

২। পটভূমি: কীভাবে যাত্রা শুরু/ পটভূমি (নিচের বিষয়গুলোকে যথাসম্ভব অন্তর্ভুক্ত করে গল্প/ বর্ণনামূলক লেখা--৩০০ শব্দের মধ্যে)

(ক) যেভাবে যাত্রা শুরু/ পটভূমি:
আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত ৮৫টি শিশু পরিবার রয়েছে যার মধ্যে ৪২টি বালক, ৪২টি বালিকা এবং ১টি (বালক-বালিকা উভয়)। যেখানে ১০ হাজারের অধিক শিশু লালিত পালিত হচ্ছে। এসব শিশুদের সমাজের মূল স্রোতধারায় ফিরিয়ে দিতে গেলে প্রতিষ্ঠানে যেসকল চ্যালেঞ্জ সমূহ মোকাবেলা করতে হয় তা চিহ্নিতকরন ও সমাধানের জন্য এই উদ্যোগের চিন্তা ভাবনা। সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা) তেজগাঁও, ঢাকা ১৭৫ আসন বিশিষ্ট। উদ্যোগটি গ্রহণের পূর্বে কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নিবাসিদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, নিবাসিদের মধ্যে অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার অভাব, শৃঙ্খলাবোধের অভাব, আস্থাহীনতার অভাব, নিবাসিদের বিলম্বিত বিকাশ, অভিভাবকের সাথে যোগাযোগের অভাবে মানসিক চাপ বৃদ্ধি প্রভৃতি সমস্যা দেখা দেয়। দৃশ্যমান এ সকল সমস্যার কারণ চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নিবাসিদের সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়। যার ফলে সঠিক তথ্য সংগ্রহ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্থ হতে হচ্ছিল। এছাড়াও নিবাসিদের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-নীতি সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব ও তাদের নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা না থাকায় তাদের আচার-আচরণে উশৃঙ্খলতা পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য, অন্যতম একটি কারণ হিসেবে চিহ্নিত হলো যে, নিবাসিদের সাথে নিয়মিত অভিভাবকদের যোগাযোগ না থাকার কারণে নিবাসিরা বিষন্নতায় ভোগে ফলে মানসিক বিকাশ বিঘ্নিত হয়।

চিহ্নিতকৃত ও উল্ল্যেখযোগ্য এ সকল সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে করণীয় কি হতে পারে, কিভাবে হতে পারে প্রভৃতি পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সপ্তাহের একটি দিন সকলকে একত্রিত করা ও কোন না কোনভাবে নিবাসিদের অভিভাবকগণের সাথে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে বলে ধারণা করা হয় কেননা, পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, কোন সম্মিলিত আয়োজনে নিবাসি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের মধ্যে যেমন হৃদ্যতা বাড়ে তেমনই নিবাসিদের সকল কাজের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও দেখা যায়, যে সকল নিবাসিদের অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ নিয়মিত, তাদের চেয়ে যে সকল নিবাসিদের অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ অনিয়মিত তাদের মধ্যে বিষন্নতার হার বেশি। অতএব, একত্রীকরণের চিন্তা থেকে **নিবাসি দিবস পালন** এবং সাশ্রয়ে ও সহজেই যোগাযোগের সুযোগ তৈরীতেই **অভিভাবকের সাথে ভিডিও কনফারেন্সিং**এর উদ্ভাবন।

(খ) অনুপ্রেরণার উৎস:

শিশুর মানসিক বিষন্নতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে উদ্ভাবনী উদ্যোগটির বিষয়ে কার্যালয়ের সকল কর্মচারীর নিকট উপস্থাপন করা হয়। একইসাথে মহাপরিচালক মহোদয়কে **নিবাসি দিবস পালন ও অভিভাবকের সাথে ভিডিও কনফারেন্সিং** উদ্ভাবনী উদ্যোগটির কথা উথথাপন করা হলে তিনি সাদরে উদ্যোগটি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন।

(গ) বিদ্যমান সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ সমূহঃ

বাস্তবায়নে যে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে উ ল্লেখযোগ্য কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নিবাসিদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা, নিবাসিদের তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে স্বল্প ধারণা থাকা, নিবাসিদের লেখাপড়ার অনীহা দুরীকরণে কোচিং সাইকেল প্রতিষ্ঠা, নিবাসিদের নিজ অধিকার ও লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা, নিবাসিদের মনের ভাব ব্যক্ত করতে ভীতি দূর করা, অভিভাবকদের তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে অজ্ঞতা দূর করা।

(ঘ) সমস্যা সমাধানে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহঃ

১. প্রতি সপ্তাহে একদিন কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নিবাসীদের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠানের নিবাসী দিবস উদযাপন:

- পর্যাপ্ত সুন্দর জীবন সন্ধানের প্রয়াস যা নিবাসীদের জীবনকে বিকাশিত করতে উদ্বুদ্ধ করে।
- ডাইভার্সন কর্মসূচীর আওতায় খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ইত্যাদি শিক্ষা ও বিনোদনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে নিবাসিদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা।
- নিবাসিদের সুপ্ত গুণাবলী জাগ্রত করা এবং অনুপ্রাণিত করতে পুরষ্কারের মাধ্যমে উৎসাহিত করা।

২. প্রতি সপ্তাহে একদিন অভিভাবকদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সিং:

নিবাসীর অভিভাবকগণ দারিদ্রতার কারণে অর্থের অভাবে দুর-দুরামত্ম থেকে নিয়মিত (প্রতি সপ্তাহে একদিন) আসতে পারেন না। এর ফলে সৃষ্ট নিবাসিদের বিষন্নতা দূরীকরণের লক্ষ্যে অভিভাবকদের সাথে ভিডিও কনফারেন্স এর ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়।

(ঙ) বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ কিভাবে মোকাবেলা করা হয়েছিলো:

এক্ষেত্রে শিশু ও অভিভাবকবৃন্দদের নিয়মিত কাউনসিলিং করা হয়।

(চ) টেকসইকরণে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিবরণঃ

শিশু, অভিভাবক ও কর্মচারীদেরকে উক্ত বিষয়ে গুরুত্ব অনুধাবনের মাধ্যমে কার্যক্রমটি নিয়মিত করণ।

৩। পরিবর্তনের শুরুর কথা (বর্ণনামূলক লেখা ২০০ শব্দের মধ্যে)

উদ্যোগ গ্রহণের শুরুর দিকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন চোখে না পড়লেও মাত্র কয়েকটি নিবাসি দিবস পালনের পরেই আমূল পরিবর্তন ফুটে উঠলো। অভিভাবকদের সাথে সহজেই আধুনিক উন্নত প্রযুক্তিতে যোগযোগ করতে পারায় নিবাসিদের মধ্যে একটি ফুরফুরে মেজাজ, হাসোজ্জল ও প্রাণবমত্মতা দেখা দিতে থাকে। এছাড়াও নিবাসি দিবসে প্রত্যেকের প্রতিভা অনুযায়ী আয়োজিত বিভিন্ন সহ শিক্ষা কার্যক্রমে স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণে তাদের মধ্যে এক সজীবতা পরিলক্ষিত হয়। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথেও তাদের বন্ধুত্বপূর্ন এবং পারস্পারিক সহানুভূতিশীল আচরণ, সহযোগীতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রত্যেকে প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে জানা, নিজেদের অধিকার সম্পর্কে জ্ঞানলাভ, ভীতিকর বা চেপে রাখার মানসিকতা দূরীভূত হওয়া প্রভৃতি পরিবর্তন আসতে থাকে। এভাবে দেখা যায় প্রতিষ্ঠানের প্রায় সকল নিবাসির মধ্যেই এক ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

(খ) কত ব্যক্তির জীবনে পরিবর্তন এসেছে:

- নিবাসি ১৫৫ জন
- অভিভাবক ১৫৫ জন।

(গ) সুদুর প্রসারী কি কি অবদান রাখবে?

শিশুর মানসিক বিকাশে এই উদ্যোগটি তাৎপর্য বহন করবে। শিশু মানসিক প্রশান্তি থাকলে শারীরিকভাবেও সে সুস্থ থাকবে এবং আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মনির্ভরশীল মানুষ হিসেবে সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

(ঘ) পদ্ধতি/সময়/ভোগান্তি/ ব্যায়/সেবার মানে যে সকল পরিবর্তন এনেছে:

প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV)

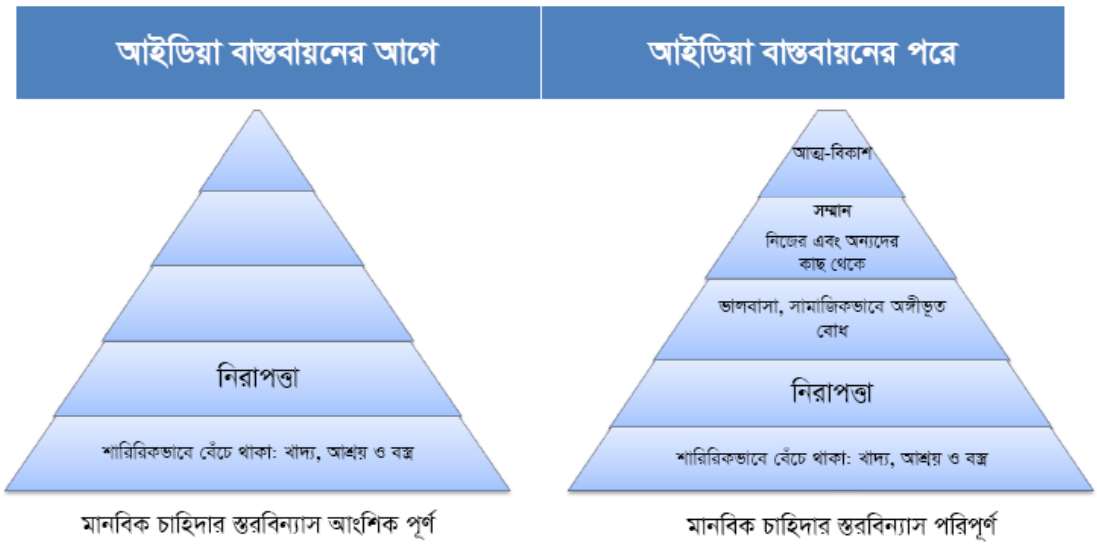

মানবিক চাহিদার স্তরবিন্যাস আংশিক পূর্ণ

মানবিক চাহিদার স্তরবিন্যাস পরিপূর্ণ

উদ্যোগটির ফলে যেমন নিবাসিদের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধমে তাদের জীবনমান বৃদ্ধিলাভ করেছে তেমনি অভিভাবকগণ যারা দারিদ্রতার কারণে তথা অর্থের অভাবে দুর-দুরান্ত থেকে নিয়মিত আসতে পারতেন না তারা খুবই কম খরচে সময়ের অপচয় না করে নিবাসিদের সাথে যোগাযোগ করায় নিবাসিদের বিষন্নতা দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এ কার্যক্রম চলমান রাখা গেলে প্রতিনিয়ত একই সুফল ভোগ করা সম্ভব হবে বলে প্রতীয়মান।

৪। উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি

অধিকাংশ নিবাসিদের সাথে একা ন্ত আলাপচারিতার মাধ্যমে জানা যায় যে, তারা এ নিবাসি দিবস পালন ও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে পারার সুযোগ পেয়ে খুবই আনন্দিত। প্রথম দিকে ভীতি বা কিছুটা অস্বস্তি অনুভব হলেও এখন নিবাসি দিবস পালনে তাদের মধ্যে যেমন একটি উচ্ছাস ও চাঞ্চল্যতা দেখা যায় তেমনই অভিভাবকের সাথে কথা বলার জন্য অধীর আগ্রহী থাকার প্রবণতা লক্ষণীয়।

৫। টিভিসি/গ্রাফ/ ইনফোগ্রাফিকস্/ ছবি/ভিডিও

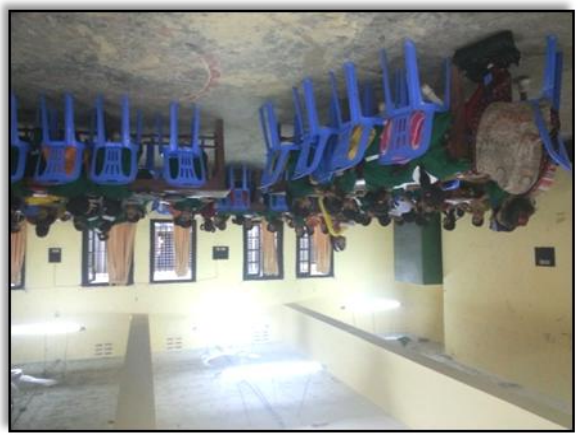

৬। উদ্ভাবক ও বাস্তবায়ন টিম:

১। ঝর্ণা জাহিন
পদবী- উপতত্ত্বাবধায়ক
সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা)
তেজগাঁও, ঢাকা।

২। শিরিন সুলতানা
পদবী- খালাম্মা
সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা)
তেজগাঁও, ঢাকা।

৩। মনিরন্মন নাহার
পদবী- কারিগরি প্রশিক্ষক
সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা)
তেজগাঁও, ঢাকা।

৪। রাশিদা আক্তার
পদবী- খালাম্মা
সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা)
তেজগাঁও, ঢাকা।

৫। ফরিদা ইয়াসমিন
পদবী- খালাম্মা
সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা)
তেজগাঁও, ঢাকা।

৬। মোঃ শরিফ শেখ
পদবী- কম্পাউন্ডার
সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা)
তেজগাঁও, ঢাকা।

মন্ত্রণালয়ের নাম: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

অধিদফতর: সমাজসেবা অধিদফতর

১। উদ্ভাবনের শিরোনাম: প্রশিক্ষণে ভর্তি কাযক্রম সহজীকরন ও কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান

২। কীভাবে যাত্রা শুরু/ পটভূমি (নিচের বিষয়গুলোকে যথাসম্ভব অন্তর্ভুক্ত করে গল্প/ বর্ণনামূলক লেখা--৩০০ শব্দের মধ্যে)

(ক) **পটভূমি:**

শহর সমাজসেবা কার্যালয়র এ ভর্তি প্রক্রিয়াটি ম্যানুয়াল পদ্ধর্তীর হওয়ায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্র/ছত্রীদের যথেষ্ঠ হয়রানীর শিকার হতে হয় ভর্তি বিজ্ঞপ্তি কবে প্রকাশ হবে ভর্তির আবেদন ফরম সংগ্রহে দীর্ঘ অপেক্ষা ও হয়রানী ভর্তির পর ক্লাশ শুরুর তারিখ চুড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফল ও সনদপত্র প্রস্তুতের ও প্রদানের তারিখ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের বারবার কাযালয়ে এসে খোজখবর নিতে হয়। এতে প্রশিক্ষণাথীদের আর্থিক ক্ষতি ও সময়ের অপচয় হয় এছাড়াও প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য কর্মসংস্থানের সংকুলান না হওয়ায় তারা হতাশাগ্রস্থ হয় । মূলত এসব সমস্যা কিভাবে আরও দ্রুত ও হয়রানি ব্যাতিরেখে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সেবা কাযক্রমটি অরও সহজভাবে করা যায় সে ধারনা থেকেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই কার্যক্রমের আওতায় উক্ত সমস্যা সমাধানে উদ্ভাবনী উদ্যেগটি গ্রহণ করা হয়।

(খ) বিদ্যমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জসমূহ

শহর সমাজসেবা কাযালযে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহন করতে আসা প্রশিক্ষণাথীগণ ভতি ক্লাশ ও ফলাফল প্রাপ্তিতে ভোগান্তি ও হয়রানির শিকার হওয়া এবং প্রশিক্ষণ শেষে কমসংস্থানের সুযোগ গ্রহন করতে না পারায় হাতাশাগ্রস্থ্য হয়ে পরে। বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহন করতে আসা প্রশিক্ষণার্থীগণ দীর্ঘসুত্রিতা, তথ্যের অপ্রতুলতা ও ম্যানুয়াল পদ্ধতীর কার্যক্রমের কারনে সেবা গ্রহীতারা বহুবিদ সমস্যা, হয়রানী, সময়ের অপচয় ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হয়। বিদ্যমান সমস্যাসমুহ নিম্নরুপঃ

১. ভর্তি প্রক্রিয়ার দীর্ঘ সুত্রিতা|
২. লাইনে দাড়িয়ে ভর্তির আবেদন জমা প্রদান|
৩. ক্লাশ শুরুর তারিখ যথাসময়ে জানতে না পারা|
৪. সনদপত্র প্রস্তুতের খবর জানতে না পারা|
৫. প্রশিক্ষণ শেষে কাজের সংস্থান করতে না পারা|

(গ) অনুপ্রেরণার উৎস:

প্রশিক্ষণাথীদের আর্থিক ক্ষতি ও সময়ের অপচয় হয় এছাড়াও প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য কর্মসংস্থানের সংকুলান না হওয়া, দ্রুত ও হয়রানি ব্যাতিরেকে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সেবা কাযক্রমটি অরও সহজভাবে করা যায় সে ধারনা থেকেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই কার্যক্রমের আওতায় উক্ত সমস্যা সমাধানে উদ্ভাবনী উদ্যেগটি গ্রহণে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করেছে।

(ঘ) কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিলো:

কার্যালয়ের জন্য একটি ওয়েব সাইট ও ফেসবুক পেজ খোলা হয়, ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য উক্ত ওয়েব সাইটে ও ফেসবুক পেজে প্রদান করা হয়। ভর্তির আবেদন ফরম গ্রহনের জন্য অনলাইনে ভিত্তিক আবেদন ফরম তৈরী করা হয় । মোবাইল এস এম এস এর মাধ্যমে ক্লাশ শুরুর তারিখ পরীক্ষার ফলাফল ও সনদপত্র তৈরীর খবর জনিয়ে দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান হিসাবে আউটসোর্সিং ও অন্যান্যভাবে কাজ পাইয়ে দিতে সহায়তা প্রদান করা, এক্ষেত্রে কাজ প্রদানকারী বি ভিন্ন সংস্থার তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং প্রশিক্ষণার্থীদের তাদের সাথে যোগযোগ স্থাপন করে দেওয়া হয়।

(ঙ) বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ কিভাবে মোকাবেলা করা হয়েছিলো:

১. আইডিয়া বাস্তবায়নে সহকর্মীদের সহযোগীতার অভাব।
২. প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থানের ব্যাবস্থা করা।
৩. প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ শেষে কর্মসংস্থানের ব্যাবস্থা করা।

(চ) টেকসইকরণে গৃহীত ব্যবস্থাদি:
উদ্ভাবনী উদ্যেগটি বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রিয়ভাবে একটি সফটওয়ার তৈরীর কাজ শুরু করা হয়েছে।

৩। পরিবর্তনের শুরুর কথা

* সকল ট্রেডে ভর্তির জন্য একটি বাৎসরিক ক্যালেন্ডার করা হয়।
* কার্যালয়ের জন্য একটি ডায়নামিক ওয়েবসাইট খোলা হয় (www.ussnil.weebly.com)। সেখানে ম্যানুয়াল পদ্ধতির পাশাপাশি অনলাইনে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রচার সহ ভর্তির আবেদন করার ব্যাবস্থা করা হয়।
* ভর্তির জন্য আবেদন গ্রহন অনলাইনে নেওয়ার জন্য অনলাইন বেজড ফরম তৈরী করা হয়। এ ক্ষেত্রে গুগল ফরমস ব্যাবহার করা হয়।
* একটি ফেসবুক পেজ খোলা হয়, এবং যাবতীয় তথ্যাদি নিয়মিত আপলোড করা হয়। জেলা ওয়েব পোর্টালে ফেসবুক পেজ লিংক ও অনলাইন বেজড আবেদন ফরমের লিংক প্রদান করা হয়।
* সকল প্রশিক্ষণার্থীদের একটি ডাটাবেজ করা হয়।
* ভৌত সুবিধাদী যেমন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ, আসবাবপত্র ইত্যাদি নিশ্চিতকরন করা হয়।
* এ বিষয়ে কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
* এ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ মনিটরিং করা হয়।
* প্রশিক্ষনার্থীদের কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদানের জন্য কাজ প্রদানকারী (Out Sourcing ও অন্যান্য) বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে কাজ পাইয়ে দিতে সহায়তা করা হয়।

(খ) কত ব্যক্তির জীবনে পরিবর্তন এসেছে:

১. প্রায় ৩০৫০জন কার্যালয়ের ফেসবুক পেজ দেখেছে ও বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে অবগত হয়েছে।
২. কার্যালয়ের জন্য একটি ডায়নামিক ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে।
৩. জেলার ওয়েব পোর্টালে ফেসবুক পেজ লিংক ও ওয়েবসাইট ঠিকানা দেওয়া হয়েছে এবং তাতে বিভিন্ন তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করার ফলে উপকারভোগীরা উপকৃত হচ্ছে।

৪. এ পর্যন্ত প্রায় ১২০০ জনকে একাধিকবার মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যেমে বিভিন্ন তথ্য প্রদান করা হয়েছে।
৫. কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদানের অংশ হিসাবে উদ্যেগ পাইলটিং কালে ২১ জনকে কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। যাদের অধিকাংশ ফ্রি ল্যান্সিং এর কাজে জড়িত আছে।
৬. অনলাইন আবেদনের ব্যাবস্থা থাকায় প্রশিক্ষণার্থীগণ কম সময়ে ঝামেলাহীনভাবে অনলাইনে আবেদন করতে পারছে।

(গ) সুদুর প্রসারী কি কি অবদান রাখবে?

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমস্যা সহজীকরনের ফলে প্রশিক্ষণার্থীদের হয়রানী কম হয়েছে। তারা সহজেই ঘরে বসে মোবাইল, কম্পিউটার ও ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের মাধ্যেমে কার্যালয়ের ওয়েবসাইটের দ্বারা যাবতীয় তথ্য গ্রহন করতে পারছে এবং অনলাইনে আবেদন ফরমের মাধ্যমে আবেদন দাখিল করতে পারছে ও মোবাইল এস এম এস এর দ্বারা তথ্য পাচ্ছে। এতে প্রশিক্ষণার্থীদের সময়, হয়রানী ও আর্থিক অপচয় কম হয়েছে। এছাড়াও প্রশিক্ষণ শেষে কাজ প্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থার সাথে প্রশিক্ষণার্থীদের যোগযোগ স্থাপন করে কাজ পাইয়ে দিতে সহযোগীতা করা হচ্ছে। ফলে তাদের কর্মসংস্থান সহজতর ও হতাশাও লাগব হচ্ছে, বেকারত্ব হ্রাস পাচ্ছে, যুব সমাজের অবক্ষয় রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সহায়তা করবে এবং সামাজিক শান্তি শৃংখলা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে ও হবে।

(ঘ) পদ্ধতি/ সময়/ ভোগান্তি/ ব্যয়/ সেবার মানে কী কী পরিবর্তন এনেছে?

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	১মসা ৪দিন	৪০০/-	১০বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের	১৫ দিন	১০০/-	৩বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	১৯ দিন	৩০০/-	৭বার

৪। উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি (২০০ শব্দের মধ্যে বিবরণ দিন**)**

শহর সমাজসেবা কাযালয়, নীলফামারীর প্রশিক্ষণ ট্রেডে ভর্তির জন্য আগে বেশ হয়রানী হতে হত। অফিসে এসে বার বার খোজ নিতে হত কবে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পাবে। বর্তমানে অনলাইনে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হওয়ায় আমরা ঘরে বসেই ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি পাচ্ছি এবং অনলাইনে ভর্তিরও আবেদন করতে পারছি। পরবর্তীতে অফিস থেকে আমাদের মোবাইল এস এম এস এর মাধ্যমে ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি জানিয়ে দিচ্ছে। এতে করে আমাদের হয়রানী ও ভোগান্তি কম হয়েছে। আমি শহর সমাজসেবা কাযালয়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহন করি। প্রশিক্ষণ শেষে আমাকে আউট সোর্সিং এর মাধ্যেমে কাজ পাইয়ে দিতে সহযোগীতা করে। আমি এখন বাড়ীতে বসে আউটিসোসিং এর মাধ্যমে কাজ করে আয় করি।

মো: ডাবলূ হক প্রামানিক, পিতা: মো: সারওয়ার হোসেন, ঠিকানা: বাটুল টারী পন্চপুকুর, সদর, নীলফামারী। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ট্রেড, রোল নং- ১৫০, ব্যাচ নং-২৫।

৫। টিভিসি/গ্রাফ/ ইনফোগ্রাফিকস্/ ছবি/ভিডিও

- টিসিভি বিশ্লেষণ: টেবিল বা গ্রাফের মাধ্যমে উপস্থাপন
- গ্রাফ/ইনফোগ্রাফিকস্ (যদি থাকে)

- ছবি (উচ্চ রেজুলেশন ও মানসম্মত ন্যূনতম ০৬টি ছবি)।

চিত্র-০১ আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে প্রশিক্ষনার্থীগন লাইনে দাড়িয়ে দীঘক্ষণ অপেক্ষা করে ভর্তি ফরম গ্রহন করছে।

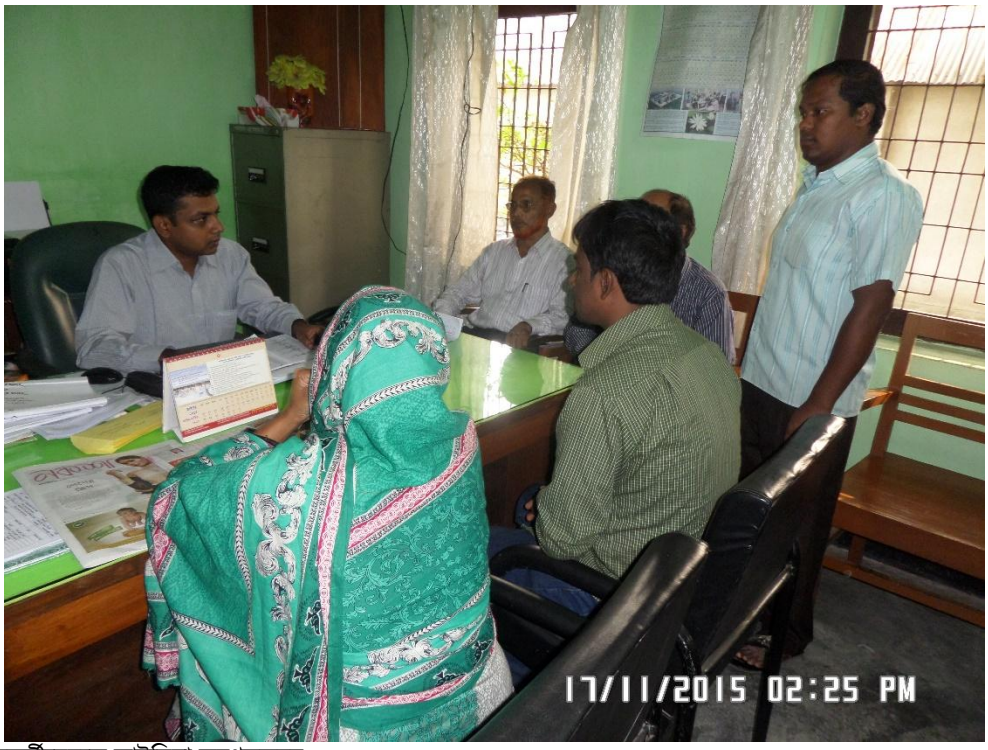

চিত্র-০২ সহকর্মীদেরকে আইডিয়া অবগতকরন

চিত্র-০৩ স্থানীয় কার্যক্রম পরিচালনা কমিটি ও গন্যমান্য ব্যাক্তির নিকট আইডিয়া উপস্থাপন ও পরামর্শ গ্রহন।

চিত্র-০৪ সমাজসেবা অধিদফতরের ইনোভেশন কমিটির নিকট আইডিয়া উপস্থাপন।

চিত্র-০৫ ঢাকায় এটুআই এর প্রশিক্ষণে উদ্ভাবনী উদ্যেগ উপস্থাপন।

চিত্র- ৬ সমাজসেবা অধিদফতরে উদ্ভাবনী উদ্যেগের শোকেসিং এ উপস্থাপন।

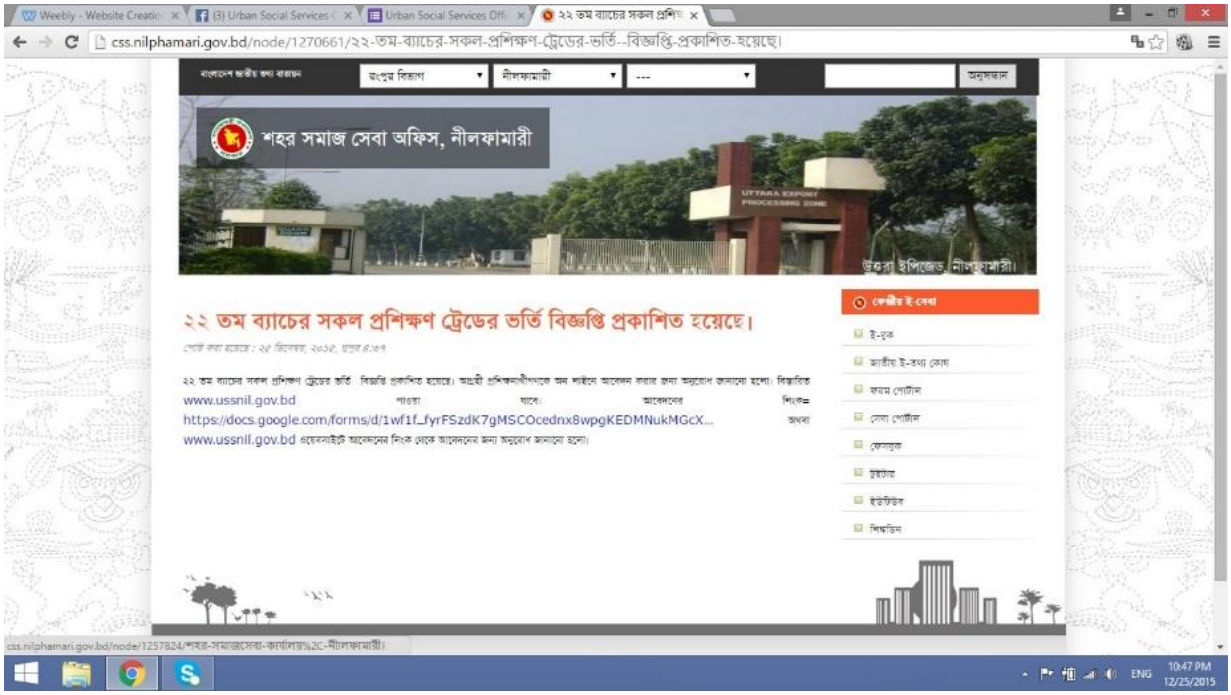

চিত্র-০৬ জেলা ওয়েব পোর্টালে ওয়েবসাইট ও অনলাইন আবদনের লিংক প্রদান।

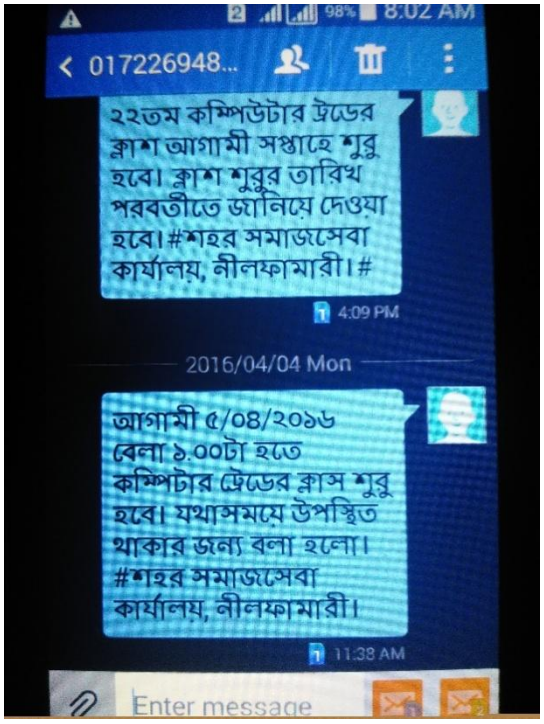

চিত্র-০৭ মোবাইল এস এম এস মাধ্যেমে তথ্য প্রদান

চিত্র-০৮ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত খবর।

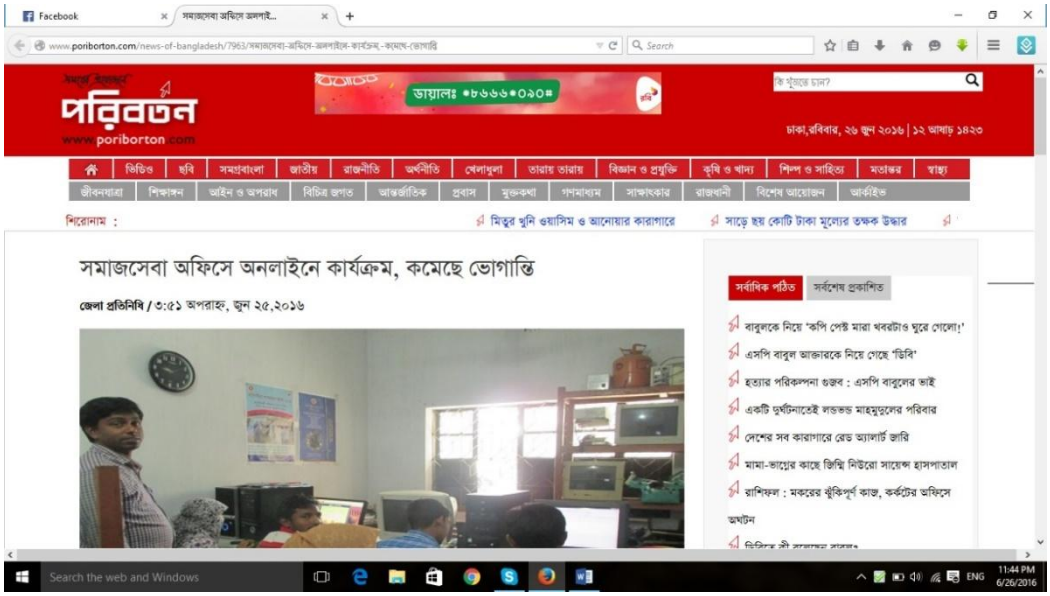

চিত্র-৯ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত খবর।

চিত্র-১০ মহাপরিচালক সমজাসেবা অধিদফতর কর্তৃক অন্যান কার্যালয়ে উদ্যেগ সম্প্রসারনের অভিপ্রায় প্রকাশ।

একজন সুবিধাভোগীর সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের উপস্থিতিতে কথা বলেন।

চিত্র-১২ প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীগন আয়বর্ধন মূলক কর্মসংস্থানে জড়িত।

- টিভিসি/ভিডিও (ইউটিউব/ তথ্য বাতায়নে আপলোড করে লিংক উল্লেখ করুন)।

  তথ্য বাতায়ন লিংক

  http://css.nilphamari.gov.bd/site/view/video-gallery/%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF

-

৬। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম:

সদস্য/সদস্যদের নাম ও ঠিকানা	ছবি
মোঃ সাদিকুর রহমান মন্ডল, সমাজসেবা অফিসার, শহর সমাজসেবা কাযালয়, নীলফামারী।	
মোঃ রশিদুল ইসলাম, অফিস সহকারী যুক্ত কম্পিউটার অপারেটর, শহর সমাজসেবা কাযালয়, নীলফামারী।	

মোঃ শাহীন জাহাঙ্গীর আলম কম্পিউটার প্রশিক্ষক, শহর সমাজসেবা কাযালয়, নীলফামারী।	
মোছাঃ সখিনা ইয়াসমিন সেলাই প্রশিক্ষক, শহর সমাজসেবা কাযালয়, নীলফামারী।	
মোঃ আব্দুল কাদের সোবহানী ফ্রিজ/এসসি মেরামতে প্রশিক্ষক, শহর সমাজসেবা কাযালয়, নীলফামারী।	
মোঃ তাইজুল ইসলাম অফিস সহায়ক, শহর সমাজসেবা কাযালয়, নীলফামারী।	

মন্ত্রণালয়ের নাম: সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়,

অধিদফতর: সমাজসেবা অধিদফতর

কার্যালয়: শহর সমাজসেবা কার্যালয়,ফরিদপুর।

১। উদ্ভাবনের শিরোনাম: One UCD One New Trade এর আওতায় বিউটি পার্লার ট্রেড চালুকরণ

২। **কীভাবে যাত্রা শুরু/ পটভূমি** (নিচের বিষয়গুলোকে যথাসম্ভব অন্তর্ভুক্ত করে গল্প/ বর্ণনামূলক লেখা--৩০০ শব্দের মধ্যে)

(ক) পটভূমি:

ফরিদপুর জেলায় সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিউটি পার্লার এর প্রশিক্ষণের প্রদানের কোন ব্যবস্থা ছিলনা। বেকার যুবমহিলা ও নারীদের এ ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহণে ব্যাপক আগ্রহ থাকা সত্বেও স্বল্প খরচে মানসম্মত বিউটি পার্লার এর প্রশিক্ষণ সেবা পেত না। এমন একটি প্রেক্ষাপটে সমাজসেবা অধিদফতর মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির ঘোষিত One UCD One New Trade এর আওতায় শহর সমাজসেবা কার্যক্রম, ফরিদপুর এর অধীন 'বিউটি পার্লার প্রশিক্ষণ ট্রেড' চালু করা হয়। ফরিদপুর জেলার স্থানিক চাহিদার ভিত্তিতে, বেকার যুবমহিলা ও নারীদের জন্য আধুনিক ও যুগোপযোগী কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ করে তাদের সমাজের মূলস্রোতে নিয়ে আসায় ছিল এ প্রকল্পের মুল উদ্দেশ্য। যা বর্তমানে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ফরিদপুর শহরে শীর্ষে স্থান ধরে রেখেছে।

(খ) বিদ্যমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জসমূহ

সচেতনতার অভাব, সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার ইত্যাদি ছিল সবচেয়ে বড় সমস্যা। এ চ্যালেঞ্জসমূহ মোবাবেলা করে নারীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা ও তাদের জন্য একটি সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা হয়।

(গ) অনুপ্রেরণার উৎস:

সমাজসেবা অধিদফতরের মহা পরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির স্যারের One UCD One New Trade নামে FB পোস্টের ক্যাম্পেইন থেকে অনুপ্রাণীত হয়ে কাজ শুরু করা।

(ঘ) কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিলো:

এ জন্য প্রাথমিক অবস্থায় একটি কক্ষ ভাড়া করে উন্নত মানের ডেকোরেটর করে তাতে আধুনিক বিউটি পার্লার এর সব ধরনের সরঞ্জামীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

(ঙ) বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ কিভাবে মোকাবেলা করা হয়েছিলো

উন্নত ও মানসম্মত সেবামান নিশ্চিত করণে লক্ষ্যে স্থানীয় প্রশাসন ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা হয়।

(চ) টেকসইকরণে গৃহীত ব্যবস্থাদি:

বর্তমান সকাল ৮.০০ হতে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত সেবা প্রদান করা হয়। এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম টেকসই করতে প্রশিক্ষিত নারী ও যুবমহিলাদের স্ববলম্বী করতে শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ শেষে পুঁজি পাবার নিশ্চয়তা থাকায় সকলের আগ্রহ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩। **পরিবর্তনের শুরুর কথা** অথবা এই উদ্যোগ কী কী কল্যাণ বয়ে এনেছে (নিচের বিষয়গুলোকে অনুসরণ করে গল্প/ বর্ণনামূলক লেখা— ২০০ শব্দের মধ্যে)

(খ) কত ব্যক্তির জীবনে পরিবর্তন এসেছে:

এ পর্যন্ত পায় ২০ জনের জীবন মানের পরিবর্তন এনেছে।

(গ) সুদূর প্রসারী কি কি অবদান রাখবে?

নারীর ক্ষমতায়ন ও আত্ন কর্মস্থান সৃষ্টির জন্য এ ট্রেড বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

(ঘ) পদ্ধতি/ সময়/ ভোগান্তি/ ব্যয়/ সেবার মানে কী কী পরিবর্তন এনেছে?

শহর সমাজসেবা কার্যক্রম, ফরিদপুর উদ্যোগে এ কার্যক্রম গ্রহণ করায় স্বল্প আয়ের মানুষ স্বল্প খরচে প্রশিক্ষিত বিউটিশিয়ান দ্বারা তাঁদের কাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্য চর্চা করতে পারছে। শহরের ব্যস্ততম পার্লারে যেয়ে দীর্ঘ সময় বসে তাহকতে হচ্ছেনা এতে তাদের সময় ও অর্থ দুটোই সাশ্রয় হচ্ছে।

৪। উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি (২০০ শব্দের মধ্যে বিবরণ দিন**)**

উপকার ভোগীরা তারা তাদের সন্তোষ জনক অভিমত ব্যক্ত করেছেন।সেবার মান,সেবার ধরন,সেবার পরিবেশ,সেবার অবদান ইত্যাদি বিষয়ে তারা তাদের শতভাগ আস্থার কথা প্রকাশ করেছেন।

৫। টিভিসি/গ্রাফ/ ইনফোগ্রাফিকস্/ ছবি/ভিডিও

ছবি (উচ্চ রেজুলেশন ও মানসম্মত ন্যূনতম ০৬টি ছবি)।

৬। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

সদস্য/সদস্যদের নাম ও ঠিকানা	ছবি
১. জনাব মোহাম্মাদ নূরুল হুদা, সহকারী পরিচালক জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ফরিদপুর ২. বেগম ফরিদা ইয়াসমিন পৌর সমাজকর্মী শহর সমাজসেবা কার্যালয়, ফরিদপুর ৩. বেগম বিথী নাগ চিফ বিউটিশিয়ান, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, ফরিদপুর	গ্রুপ ছবি